হাতের পাঁচ

কৌতুক-নাট্য

মিনার্ভা থিয়েটাবে অভিনীত ;

প্রথম-অভিনয়-রজনী, শনিবার, ১৬ই পৌষ, ১৩২২

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি, এল

প্রণীত

ভবানীপুর, ১৩22 সাল

১৫, হরিশ চাটুয্যের ষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

শেফালি ... ... ৸৹

দ্বিতীয় সংস্করণ। হাস্য, করুণ ও শান্ত রসের বিচিত্রোজ্জ্বল সুন্দর দশটি গল্প।

নির্ঝর ... ... ॥৹

বাঙলা দেশের ঘরের কথা। বারোটি ছোট গল্প।

পুষ্পক ... ... ১৲

বাঙলা দেশের মনের কথা, প্রাণের কথা। বাঙ্গালীর ঘরের সুখের কথা, দুঃখের কথা, হাসির কথা, ব্যথার কথা। পনেরোটি ছোট গল্প।

পরদেশী ... ... ॥৶

চীন, জাপান, রুশ, তুরস্ক, ফ্রান্স, নরওয়ে প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির নর-নারী-চিত্তের হর্ষবেদনার বিচিত্র কাহিনী। এগারোটি ছোট গল্প। সচিত্র।

বন্দী ... ... ॥৹

ভিক্তর হুগো-রচিত একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাসের সুললিত মর্ম্মানুবাদ। মানব-চিত্তের বেদনার করুণ কাহিনী। বঙ্গসাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব সামগ্রী।

মাতৃঋণ ... ... ১॥৹

মর্ম্মস্পর্শী উপন্যাস। প্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক আলফন্স-

দোদে-রচিত "জ্যাক" অবলম্বনে লিখিত। করুণ, শান্ত ও কৌতুক রসের বিচিত্র ধারায় স্নিগ্ধ, মনোরম।

সাঁঝের বাতি ... ... ‖০

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য গদ্যে-পদ্যে লেখা গল্পের বই। অসংখ্য মন-মাতানো ছবি—নানা রঙের, নানা ভাবের।

যৎকিঞ্চিৎ ... ... ‖০

ব্যঙ্গ-নাট্য। ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত। নভেল-বিকারের মহৌষধ। রঙ্-তামাসার ফোয়ারা!

দশচক্র ... ... ।৵০

কৌতুক-নাট্য। ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত। রঙ্গের খনি, রসের সাগর।

গ্রহের ফের ... ... ।০

কৌতুক-নাট্য। কোহিনুর থিয়েটারে অভিনীত। আনন্দ ও কৌতুকের তুফান।

দরিয়া ... ... ‖০

নাটিকা। মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত। প্রেম, আনন্দ, কৌতুক ও সঙ্গীতের স্বপ্নপুরী। ভাবের নন্দন-কানন।

রুমেলা ... ‖০

নাটক। মিনার্ভা ও মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত। মানব-জীবনের করুণ ট্রাজেডি। বিবিধ চরিত্রের রশ্মি-রেখায় উজ্জ্বল।

সকল গ্রন্থগুলিই কলিকাতা, গুরুদাস লাইব্রেরী, ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, ২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; ও ভবানীপুর, ১৫ হরিশ চাটুয্যের ষ্ট্রীটে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বকথা

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিসম্বন্ধে আমার একটি ক্ষুদ্র নিবেদন আছে। প্রহসন বা কৌতুক-নাট্য বলিলেই এ দেশের পাঠক ও সমালোচকগণের মধ্যে কেহ কেহ লেখকের উদ্দেশ্যের প্রতি মৃদু ইঙ্গিত করিয়া থাকেন। এ ক্ষুদ্র গ্রন্থের ব্যঙ্গটুকুর মধ্য হইতে কেহ যদি কোনরূপ উদ্দেশ্য খুঁজিয়া বাহির করিতে চাহেন, তাহা হইলে লেখকের প্রতি তিনি অবিচার করিবেন। কারণ এ গ্রন্থ লিখিবার সময় আমার মাথায় কোনরূপ সুগভীর উদ্দেশ্য ছিল না।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীলোকগণের অল্পাধিক স্বাধীন বিচরণের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করাই বর্ত্তমান বঙ্গীয় প্রহসনাদির চরম লক্ষ্য। অথচ সে দিক হইতে তাঁহাদের পক্ষ লইয়া এ পর্য্যন্ত কোন প্রহসন বঙ্গভাষায় রচিত হইয়াছে বলিয়া, কৈ, আমার ত জানা নাই। এ গ্রন্থে ব্যাপারটার অপর দিক দেখাইবারই আমি প্রয়াস পাইয়াছি। সামান্য কৌতুক-রস অবতারণা করাই— অবশ্য আমার ক্ষুদ্র শক্তি ও সাধ্যানুযায়ী—আমার অভিপ্রায় ছিল। সেই জন্যই বক্তব্য, এ ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে কেহ অপর কোনরূপ মহৎ উদ্দেশ্যের সহিত জড়িত না করিলেই আমি কৃতার্থ হইব। ইতি—

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ভবানীপুর,

২৩ পৌষ, ১৩২২

বঙ্গের

শ্রেষ্ঠ প্রহসন-কার

সমাজের অকৃত্রিম বন্ধু ও সংস্কারক

রস-সাহিত্য-রথী

৺ দীনবন্ধু মিত্র

মহাশয়ের

স্মৃতির উদ্দেশ্যে

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

গ্রন্থকারের শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ

উৎসর্গিত হইল।

চরিত্র

পুরুষ

অনিল মিত্র	...	...	ধনাঢ্য শিক্ষিত যুবক
প্রকাশ দত্ত	...	...	ঐ বন্ধু
যতীশ সেন	...	...	বিলাত-প্রত্যাগত নব্য ব্যারিষ্টার
নীলমণি	...	...	যতীশের খানসামা

পুরোহিত, ভৃত্য, প্রভৃতি

নারী

মাধুরী স্নেহ	}		পিতৃমাতৃহীনা ধনাঢ্য-দুহিতৃদ্বয়
পিসিমা	...	...	মাধুরীর সম্পর্কীয়া
মালতী	...	...	ঐ দাসী

কাল—বর্ত্তমান; সংযোগ-স্থল—কলিকাতা।

হাতের পাঁচ

প্রস্তাবনা

কোরাস।

তোমাদের ঐটি বিষম ভয় (ওগো) ।
আমাদের শিখিয়ে পড়া, রান্নাঘরে (তোমাদের) ঢুকতে পাছে হয়।
ভাবো, কমল-করে ধরলে কলম, ধরবো বেড়ি কি ?
লিখব শুধুই কাব্য, করব হা-হা-হতোঽস্মি।
তা যে ঠিক নয়, ওগো ঠিক নয়, বঁধু ঠিক নয়।
তোমরা দুলিয়ে কোঁচা, বাগিয়ে টেরি, সেজে বিষম বাবু,
সেলাম দিতে গোলামিতে কভু কি হও কাবু ?
বলি ওগো, বলি ওগো, বলি ওগো মহাশয়!
আমাদেরো জেনো তেমন, মেসার্স প্রাণপতি,
সেলাম দিতে হবেই ও পায়, নারীর যে তাই গতি,—
(কারণ) চাকরি করা হয়রাণী—সে, নারীর কি তা সয়।

প্রথম দৃশ্য

সজ্জিত কক্ষ ; পশ্চাতে তালাবদ্ধ অপর কক্ষ।

মাধুরী ও প্রকাশের প্রবেশ

প্রকাশ। চাবি আমি খুলে দিচ্ছি। কিন্তু আমার এক কথা, বাইরের লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা আমি পছন্দ করি না। (পিছনের ঘরের চাবি খুলিয়া) নিন্। আমি আবার আসছি এখনই।

(প্রস্থান)

মাধুরী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্নেহর হাত ধরিয়া বাহিরে আনিল। স্নেহ নতমুখী ; তাহার মুখ দেখিলে মনে হয়, এতক্ষণ সে ফুঁপিয়া কাঁদিতেছিল।

মাধুরী। স্নেহ—

স্নেহ। (মাধুরীর বুকে মুখ রাখিয়া) দিদি—

মাধুরী। আমি এ ব্যাপার জানতুমও না, স্নেহ। রমেন বাবুদের জন্য খাবার তৈরি করছিলুম। তাঁরা খেতে গেলেন, কিন্তু তোকে দেখতে পেলুম না। ভাবলুম, বুঝি, ওপরে কি করছিস! তার পর তাঁরা চলে গেলে ওপরে তোকে খুঁজে পেলুম না—শেষ মালতী আমায় সব বললে। তখন আমি

প্রকাশবাবুকে ধরে ঘর খোলালুম। কিন্তু এ কাণ্ডটা ঘটল কেন?

স্নেহ। রমেনবাবুর ভাই মাসিক পত্রে লেখেন না? তা তাঁর সঙ্গে আজকালকার মাসিক-পত্র সম্বন্ধে দুটো কথা হচ্ছিল। রমেন বাবুর স্ত্রীও তাতে ঠাট্টা-তামাসা করে যোগ দিচ্ছিলেন। প্রকাশ বাবু তিন-চার বার ঘরটার সামনে দিয়ে আনাগোনা করলেন—তার পর মালতীকে দিয়ে আমায় ডাকিয়ে বললেন, এই ঘর থেকে রূপোর ডিপেটা বার করে দিতে। যেমন আমি তাই বার করতে ঘরে ঢুকেছি, বাইরে থেকে অমনি উনি দোরে তালা এঁটে দিলেন।

মাধুরী। কি ভয়ানক লোক! এমন লোককে আর বাড়ী ঢুকতে দেওয়া ঠিক নয় ত। আজই আমি এর বিহিত করব,—একবার আসুন প্রকাশবাবু—এত বড় আস্পর্দ্ধা ওঁর! এরকমভাবে অপমান করবার ওঁর কি অধিকার আছে?

স্নেহ। আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে, দিদি—

মাধুরী। ওঃ কিসের ভয়? তবু যদি উনি স্বামী হতেন—

স্নেহ। কিন্তু—

মাধুরী। কিন্তু কি? প্রকাশ বাবুর সঙ্গে কখনই তোর বিয়ে হতে দেব না।

স্নেহ। দলিলে আছে যে—

মাধুরী। দলিলে আছে, এঁরা দুজনে বিষয়ের ট্রাষ্টি, আর দুজনে আমাদের দুই বোনের অভিভাবক। আমাদের বিয়ের

পাত্র ওঁরা পছন্দ করে দেবেন, নিজেরা ইচ্ছা হলে বিয়ে করতেও পারেন। কিন্তু তাই বলে তোর যদি ওঁকে বিয়ে করতে আপত্তি থাকে, তবু ওঁকে বিয়ে করতেই হবে, এমন আইন হতেই পারে না।

স্নেহ। আমার অংশের সমস্ত টাকা তাহলে প্রকাশবাবু—

মাধুরী। হাঁ, দলিলে আছে, প্রকাশবাবুর অমনোনীত পাত্রে যদি তুমি বিবাহ কর, তাহলে তোমার অংশের টাকা বা বিষয়ে তোমার বা তোমার সেই স্বামীর কোন অধিকার থাকবে না। প্রকাশবাবু সে-সব আপনার ইচ্ছামত কোন সদনুষ্ঠানে দান করতে পারবেন।

স্নেহ। তবে?

মাধুরী। তবে কি। অনিলবাবু সে সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছিলেন। একজন বড় ব্যারিষ্টারও বলেছেন, প্রকাশবাবু জোর করে বিয়ে করতেই পারেন না।

স্নেহ। প্রকাশবাবুর সঙ্গে বিয়ে হলে আমি বাঁচবে না। দেখেছ ত দিদি, এখনই কেমন ব্যবহার।

মাধুরী। তুই নেহাৎ ভালমানুষ বলেই না আস্কারা বেড়ে যাচ্ছে। আমি হলে দু'দশ কথা শুনিয়ে দিতুম।

স্নেহ। একটু ছাতে ওঠবার জো নেই, জানলার ধারে দাঁড়াবার জো নেই, দুখানা ভাল বইও পড়তে পার না। পাগল হয়ে যাবার জো! আচ্ছা, সত্যি কি, দিদি, লোকে আগে এই রকম ছিল?

মাধুরী। তা ঠিক বলতে পারি না। তবে পুরুষমানুষদের মধ্যে কেউ কেউ এমন ছিল, এখনও আছে, যাদের বিশ্বাস, মেয়েরা যদি একটু স্বাধীনতা পায় তা হলেই তারা নষ্ট হয়ে যাবে।

স্নেহ। ছি, ছি, কি নীচ মন!

মাধুরী। মেয়েদের যারা সম্ভ্রমের চোখে না দেখে এই রকম অসম্মান করতে পারে, তারা ত' পশু!

স্নেহ। অনিলবাবু কিন্তু বেশ লোক, দিদি। আচ্ছা, অনিলবাবু তোমায় বিয়ে করবেন কি না, সে কথা স্পষ্ট করে কখনও বলেছেন?

মাধুরী। না।

স্নেহ। তাঁকে বিয়ে করতে তোমার ত মত আছে?

মাধুরী। আমার মতে কি এসে যায়, স্নেহ? ও কথা থাক্। তুই একটা গান গা—

স্নেহ। প্রকাশবাবু এসে পড়লে বাক্যজ্বালায় আর অস্ত থাকবে না।

মাধুরী। ওঃ, তবে ত মাথা কাটা যাবে, একেবারে! দেখ্ যথার্থ আমার দুঃখ হয়। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কতকগুলো বকধার্ম্মিকের সঙ্গে মিশে প্রকাশবাবু আশ্চর্য্য বদলে গেছেন। এমন হবেন জানলে বাবা কখনও তাঁকে ট্রাষ্টি করতেন না। কি ভাবছিস, স্নেহ? গা—

স্নেহ। গীত

ছেলেবেলার কোমল ধরা কঠিন কেন হয়ে আসে ?
কোথায় আজি রঙিন আলো ? লুকালো সে কোন্ আকাশে ?
মেঘে কারো পাইনে সাড়া, বাতাস কেন পরশ-হারা ?
কালো আঁখির করুণ চাওয়া পড়ে আছে কাহার আশে ?
কোথায় সেই নিমেষ-হারা আঁধার রাতের পুষ্পতারা ?
আমার চোখে সকল আলো আজ কেন হায় নিবে আসে ?
ফুলের মুখে, পাখীর স্বরে, যে সুর ছিল যায় যে ঝরে।
কোথায় মোরে নিয়ে এলো বেঁধে কি এ কঠিন ফাঁসে।

অনিল ও যতীশের প্রবেশ

অনিল। মাধুরী, ইনিই আমার বন্ধু যতীশচন্দ্র সেন এস্কোয়ার, বার-এ্যাট্-ল, যাঁর কথা সেদিন বলেছিলুম।

যতীশ। (অভিবাদনান্তে) আবার এস্কোয়ার কেন! হ্যাট্ নেই, কোট নেই, ধুতি পরা, জামা গায়—

মাধুরী ও স্নেহ। (প্রত্যভিবাদন)

অনিল। এঁর সঙ্গেও দলিলের কথা হল। ইনিও ঐ কথা বলেন, বিবাহের উপর হস্তক্ষেপ করতে প্রকাশের বা আমার কোন অধিকার নেই। আইন তা গ্রাহ্যও করবে না।

যতীশ। আসবার সময় সুন্দর গান শুনলুম,—কে গাইলেন ?

মাধুরী। ও স্নেহ গাইছিল। ওর গলাটি বেশ—অন্ততঃ আমার ত মনে হয়।

যতীশ। কেন, আমারও ত বেশ বোধ হল।

মাধুরী। সে ওর সৌভাগ্য! স্নেহ, মিষ্টার সেনকে ধন্যবাদ দিলিনে?

স্নেহ। (জনান্তিকে) আঃ, যাও দিদি—(লজ্জাবনতমুখী হইল)

যতীশ। দেখুন, আপনারাও যদি নিরীহ যতীশকে মিষ্টার সেন বলেন, তাহলে ত আমার আর লজ্জা রাখবার স্থান থাকে না।

মাধুরী। মাপ করবেন, যতীশবাবু। আপনি যে একঘরে, তা জানতুম না। যাঁদের সাতপুরুষে কেউ কখনো বোম্বাই কোন্ দিকে, তা জানেন না, বিলেত ত বহুদুর, তাঁরাও যে মিষ্টার নামের জন্য লালায়িত, সেই মিষ্টারকে বিলেত থেকে টাটকা ফিরে আপনি যে বয়কট করেছেন, এটা পরিচয় না পেলে কেমন করে জানব, বলুন?

যতীশ। হাঃ হাঃ, আপনি দেখচি, একজন wit.

মাধুরী। এটা fact. আমার wit এতে নেই।

যতীশ। আপনি বোধ হয় বেথুনে পড়েছিলেন?

মাধুরী। না। বাবার কাছে ঘরেই যা একটু-আধটু শিখেছিলুম। তার পর অনিলবাবুও যথেষ্ট চেষ্টা-পরিশ্রম করেছিলেন, কিন্তু জানেনই ত একটা কথা আছে, মোল্লার দৌড় মস্‌জিদ অবধি।

অনিল। ওহে যতীশ, তুমি যদি একজন মহিলার সম্মানের দিকেই অতিরিক্ত ঝোঁক দাও ত অপর জনটি ক্ষুণ্ণ হতে পারেন··

যতীশ। ওহো, মাপ করবেন, মিস্ বোস্।

মাধুরী। মিষ্টার কাটলেন যদি ত, আবার মিস্ কেন?

যতীশ। এঁর নাম,—এঁর নাম—

মাধুরী। ওঁর নাম, ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন না, কেন। ও ত বোবা নয়, বেশ accomplished.

যতীশ। আ-আ-আপনার নামটি—

মাধুরী। বল্ না—

স্নেহ। শ্রীমতী স্নেহলতা দাসী।

যতীশ। (স্বগত) Ah! how fine!

অনিল। তাহলে আর তোমায় আটকে রাখব না, যতীশ, কোথায় তোমার পার্টি আছে, বলছিলে—

যতীশ। ওহো, থ্যাঙ্ক্‌স্। ভুলেই গেছলুম। তাহলে আজ আসি, কিছু মনে করবেন না। আ-আপনাদের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় নিজেকে সৌভাগ্যবান্ বলে মনে হচ্ছে।

মাধুরী। আবার আসবেন, যতীশবাবু—

যতীশ। নিশ্চয়, নিশ্চয়! (অভিবাদনান্তে প্রস্থান)

প্রকাশের প্রবেশ

প্রকাশ। ইনি এসেছিলেন কে?

অনিল। আমাদেরই এক বন্ধু, সম্প্রতি ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরেছেন—

প্রকাশ। স্নেহ, তুমিও কি এঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলে না কি?

অনিল। শুধু ওঁর সঙ্গে কেন, মাধুরীর সঙ্গেও ওঁর বেশ আলাপ হল।

প্রকাশ। সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য কিছু নেই—তবে অপর পুরুষমানুষের সঙ্গে স্নেহর এমনভাবে আলাপ পরিচয় করাটা আমার পছন্দ নয়।

মাধুরী। তাতে অপরাধ কি, প্রকাশবাবু?

প্রকাশ। আমার পছন্দ নয়। বাঙালীর ঘরের মেয়ের ব্যবহার বাঙালীর ঘরের মতই হবে।

মাধুরী। তার অর্থ?

প্রকাশ। তার আবার অর্থ কি! দোষের বলে আমি সেটা মনে করি। স্নেহ নেহাৎ ছেলেমানুষও নয় যে—

মাধুরী। দোষ! প্রকাশবাবু, আপনি অন্যায় কথা-বলছেন! স্নেহ ছেলেমানুষ নয় সেজন্য এ কথা আরও দোষের! স্নেহ আমার বোন, আপনি কি বলতে চান—

প্রকাশ। আমি বলতে চাই, আপনার চালচলনগুলো আমার কাছে বড় ভাল বলে মনে হয় না।

মাধুরী। সাবধান হয়ে কথা বলবেন, প্রকাশবাবু। বাবা আপনাকে স্নেহ করতেন বলে আপনার এই সব কথা-বার্তা শুনেও শুনতুম না—কিন্তু আমি এমন কথা বরদাস্ত করব না। আপনি মহিলার সম্মান বুঝে চলবেন—

প্রকাশ। আপনাকে কোন কথা বলছি না ত! স্নেহকে বলবার আমার অধিকার আছে। সে আমার বাক্‌দত্তা স্ত্রী। নিজের স্ত্রীকে নিজের ইচ্ছামত লোকে দেখতে চায়, তাকে মহিলার অনুচিত ব্যবহার করতে—

মাধুরী। প্রকাশবাবু—

প্রকাশ। আপনি চোখ রাঙাচ্ছেন—জানেন, স্নেহর উপর আমার অধিকার আছে—

মাধুরী। অধিকার! কিসের অধিকার! কোন অধিকার নেই। কে আপনি? আপনি বাইরের লোক, ট্রাষ্টি আছেন, সেইভাবে চলবেন—আমাদের শিক্ষা, আমাদের চালচলন, সে সবের উপর ইঙ্গিত করা ভদ্রতা নয়—

স্নেহ। দিদি—(হাত চাপিয়া ধরিল)

মাধুরী। চুপ কর্, স্নেহ। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যার এমন নীচ ধারণা, মানুষ বলে সে আপনার পরিচয় দেয়—

অনিল। মাধুরী, চুপ কর—আমার অনুরোধ—

প্রকাশ। অনিল, তুমি ভাগ্যবান—এমন তেজস্বিনী স্ত্রী পাবে, বক্তৃতা-মঞ্চের এমন রত্ন—

অনিল। প্রকাশ, আমিও বলছি, তুমি মহিলার মর্য্যাদা রেখে কথা বলো।

প্রকাশ। বেশ;—আমি বেশী কথা বাড়াতে চাইনে। আমার কথা হচ্ছে—এ বিবাহে আর বিলম্ব করা হবে না। বড় বোনের বিয়ে না হলে যখন ছোটর হতে পারে না,

তখন শীঘ্রই বিবাহের দিন স্থির কর। ২৭শে শ্রাবণ বিয়ের শেষ দিন—সেই দিনের মধ্যে আমি স্নেহকে বিবাহ করব, সঙ্কল্প করেছি। আমার স্ত্রী হলে স্নেহকে নিজের মতে চালাতে গেলে কারো বাক্যবাণ বোধ হয় সহ্য করতে হবে না। আমি বলে গেলুম, ২৭শে শ্রাবণ, স্নেহর বিবাহ আমার সঙ্গে। এর নড়চড় হবে না, জেনো। আর স্নেহ, যে স্ত্রীলোক স্বামীর অনভিমতে অপর পুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, বিগড়ে যেতে তার বড় বেশী দেরী হয় না—বুঝে চলবে—এ সব হিন্দু নারীর আদর্শ নয়।

(প্রস্থান)

মাধুরী। ওঃ, এই পাষণ্ড বর্ব্বরের সঙ্গে স্নেহর বিয়ে হবে? কখনো না!

স্নেহ। (মাধুরীকে জড়াইয়া) দিদি—

মাধুরী। কাঁদিসনে স্নেহ—এ বিয়ে কখনই হবে না—

মাধুরী। তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছ, মাধুরী! এতে বাস্তবিকই রাগ হয়।

মাধুরী। আপনি এ বিপদে রক্ষা করুন। আপনিই শুধু আমাদের ভরসা।

অনিল। মাধুরী, সত্যই আমি স্বার্থপর—কিন্তু না, আর না,—একটা দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হয়ে সত্যই অপরাধ করেছি—

মাধুরী। অপরাধ! আপনি?

অনিল। , হাঁ। তোমার জন্য পাত্র-অন্বেষণে আমার ত্রুটি—

মাধুরী। অনিলবাবু—(লজ্জানতমুখী)

অনিল। মাধুরী—

স্নেহ। মালতী ডাকছে। (প্রস্থান)

অনিল। মাধুরী—আমি কিছুতে আমার মনকে বোঝাতে পারিনি। নিজের মনের সঙ্গে বিস্তর তর্ক করেছি, যুদ্ধ করেছি, তবু—

মাধুরী। (লজ্জিতভাবে) আমি যদি এতই আপনার ভার হয়ে থাকি—

অনিল। না, আজ থেকে তোমার সঙ্গে বড় একটা সাক্ষাৎ করব না—পাত্র-অন্বেষণে প্রাণপণ চেষ্টা করব। না হলে সেই স্বর্গীয় মহাত্মার কাছে কি জবাব দেব?

মাধুরী। (নতজানু) আপনার পায়ে পড়ি—

অনিল। ও কি মাধুরী, ওঠ, ছি—

মাধুরী। আপনাকে না দেখতে পেলে আমি থাকতে পারব না। (দ্রুত প্রস্থান)

অনিল। মাধুরী তাহলে আমায় ভালবাসে! মাধুরী যদি আমার স্ত্রী হয়! আঃ, তা কি হবে?

স্নেহর পুনঃপ্রবেশ

স্নেহ। অনিলবাবু, দিদিকে বিয়ে করতে আপনার কোন আপত্তি আছে?

অনিল। আপত্তি! ও রত্নের যে অধিকারী হবে, স্নেহ, সে ত ভাগ্যবান! মাধুরী কি—

স্নেহ। দিদি আপনাকে ভালবাসে—আমি তা বেশ বুঝতে পেরেছি—

মাধুরীর পুনঃপ্রবেশ

মাধুরী। একটা কথা আপনাকে শুধু বলতে এসেছিলুম! যতীশ বাবুর সঙ্গে স্নেহর বিয়ে হতে পারে না?

অনিল। আমারও সেই কথা মনে হচ্ছিল—

মাধুরী। একবার সন্ধান নিয়ে দেখলে হয় না?

অনিল। আমিও তাই ভাবছিলুম। যতীশকে তুমি চিনতে পারলে না, মাধুরী? মহেশ সেন উকিল ছিলেন—তাঁরই ছেলে। তোমার বাবার সঙ্গে মহেশবাবুর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল—

মাধুরী। বটে! মহেশবাবুর ছেলে! চোখে চশমা আছে বলে বুঝতে পারিনি। ছেলে বেলা ওঁদের বাড়ী বাবার সঙ্গে কতবার গেছি—উনি খুব টেনিস খেলতেন। স্নেহ, তোর মনে পড়ে না? সেই যে শ্যামবাজারে প্রকাণ্ড গেট-ওলা বাড়ী—ঢুকতেই টেনিস কোর্ট—তার পাশে জালের বেড়ার মধ্যে হরিণ ছাড়া থাকত—

স্নেহ। কে জানে? আমি আসছি— (প্রস্থান)

মাধুরী। প্রকাশবাবুর সঙ্গে স্নেহর বিয়ে হতেই পারে না।

অনিল। আমারও সেই মত!

মাধুরী। তা হলে দলিলটার সম্বন্ধে পরামর্শ?

অনিল। শীঘ্রই স্থির করে ফেলছি।...মাধুরী—

মাধুরী। কি বলছেন?

অনিল। তা হলে আমি মনে নিতান্তই দুরাশা পোষণ করি নি? (হস্ত ধরিয়া) বল—

মাধুরী। (লজ্জানতভাবে কিয়ৎক্ষণ স্থির থাকিয়া প্রস্থান)

অনিল। ধন্য আমার জীবন! (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

রঙ্গপট

গীত

পুরুষ। এই আমরা—এই আমরা—
হুঁ হু—আছি বলে তাই তোমরাও আছ,
না হলে কোথায় থাকতে।

নারী। ওগো, আমরা—ওগো আমরা
রেখে ঢেকে সব চালাই,—তাই।
নয় 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' ডাকতে।

পুরুষ। আমরা পুরুষ—কাছা-কোঁচা আঁটি, রোজগার করি অর্থ।

নারী। খাইয়ে সাজিয়ে অফিসে পাঠাই, নয়, সবই হত ব্যর্থ।
নটার ভাতটি ধরে না দিলে সে চাকরি কি করে রাখতে?

পুরুষ। পথে ঘাটে ভোকা বেড়িয়ে বেড়াই—জানিনে, ভয় সে কি!

নারী। গোয়া জুজু যদি দেখা দেয় পথে—ওরে বাবা—হিঃ হিঃ হিঃ!
পেগের বড়াই, মোয়া আছি, তাই—না হলে কি দিয়ে ঢাকতে!

পুরুষ। মোরা বক্তৃতা করি, দেশে দেশে ফিরি—চড়ি যে মোটর গাড়ী!

নারী। এত বড় বীর! বলো নাক আর, ভয়ে ছিঁড়ে যাবে নাড়ী!
বচনে ভরা ও মুখগুলি, নয়, কত কালি-ঝুলি মাখতে—
(জায়গা যে নাই—ওগো, কত কালি-ঝুলি মাখতে!)

পুরুষ। আমরা যোগাই অন্ন-বস্ত্র—(বলি) তাই ত বাঁচিয়া আছ।

নারী। সাধে কি যোগাও? মারণ-অস্ত্র—ছাড়ি যদি—কিসে বাঁচ?
এই পায়ের গোলাম হয়ে আছ, বঁধু, (শুধু) ঐ প্রাণগুলি রাখতে!

তৃতীয় দৃশ্য

মাধুরীর বাটির সম্মুখস্থ রাস্তা।

মালতীর প্রবেশ

মালতী। এর জন্য আবার আইন, আদালত, উকিল মোক্তার ডাকা! ঐ প্রকাশবাবুটাকে আম্মারও কেমন দেখলে গা জালা করে! বাবা, ছোটদিদিমণির ধন্যি সহ্যি! তবু ও কোথাকার কে? সোয়ামী হলে হতে পারে! আরে, সে ত

দেশের লোক, মরুকগে, এই স্বজেতের মধ্যে সকলেই সোয়ামী হলে হতে পারে। তবেই আর কি—এই দেশের লোকের দাপট সয়ে থাকি! ইঃ, বাবু যেন পুলিশের দারোগা! জানলার ধারে যেয়ো না, ত যাব না—ভাল কাপড়-জামা পরো না, ত পরুব না! জোর দেখ না! হতুম আমি ত ঐ বোঁচা নাকে ঝামা ঘসে দিতুম। দলিলের টাট্টু হয়েছেন! ওঃ, টাট্টু হয়ে আর কিছু হোক্ না হোক্, চাটু ছোড়াটুকু খুব আছে।

(প্রস্থান)

যতীশ ও নীলমণির প্রবেশ

নীলমণি। হেই বাড়ী ত দাদাবাবু! আর বুঝ্তে হবেক লা, আমি অ ঠিক ধরেছি। তা আমি ঘটক স্যাজে একবার ঘটকালীটি কর্ছি, স্থাখে লিয়ো।

যতীশ। আমি অনিলের ওখানে যাচ্ছি। তুই এখানে থাকিস্—যদি অনিলবাবু এখানে আসে ত অপেক্ষা করতে বলিস্—আমি আসছি। (স্বগতঃ) স্নেহ—an angel!

(প্রস্থান)

নীলমণি। হ্যাঃ, এ ঘটকালী যদি লা পারি ত আমার লামই লীলমণি লয়। (দ্বার-সম্মুখে বসিল) এই যে কে এ্যাট্টা আসে লা?

মালতীর প্রবেশ

মালতী। (স্বগত) মিন্সেটা দরজার সামনে এসে বসল, কে, ও? প্রকাশবাবু শেষে চর পাঠালে না কি? (প্রকাশ্যে) কে গা তুমি—?

নীলমণি। (একমুখ হাসিয়া) মুই নীলমণি।

মালতী। লীলমণি, তা এখানে কেন?

নীলমণি। এ্যাট্টা কাজে—মুই বস্তে আছি। তুমি বসবে ত বস না, দুটো-এ্যাট্টা মনের কথা কই!

মালতী। আমর, মিন্সে, মনের কথা কবার আর লোক পাইনি ত। তোর সঙ্গে কইতে যাব কেন?

নীলমণি। কেন, দষ কি? তুমি কে?

মালতী। আমি যেই হই না কেন, তোর কিরে মিন্সে?

নীলমণি। আহা, রাগ কর কেন, ভাই?

মালতী। ইস্, রস্ ধরে না যে!

নীলমণি। তা রসিকতা মুই এ্যাট্টু-আধ্টু জানি। সাত বচ্ছর মুই রসগল্লার দকানে কাম করেছি কি না! তা তোমার লাম কি?

মালতী। আমার লাম যাই হোক্ না কেন—তুই কে, আগে বল্, না হলে বুঝলি! (ইঙ্গিতে ঝাঁটা বুঝাইল)

নীলমণি। অ বাবা! মোর লাম লীলমণি। দাদাবাবুর খানসামা আমি—

মালতী। আরে মর্, তোর দাদাবাবু কে?

নীলমণি। মোর দাদাবাবু হেইগে মহেশবাবুর পুত্তুর—যতীশবাবু—বেলাত থেকে বেলেস্তারা হয়ে এ্যায়েছে।

মালতী। বেলেস্তারা—?

নীলমণি। হাঁ, বেলেস্তারা! সে তোমার গে উকিল মক্তাবের উপর!

মালতী। ও হো হো—বুঝেছি, যতীশবাবু! দিদিমণি যাঁর কথা বলছিলেন। তা এখানে কি চাই?

নীলমণি। দাদাবাবু ত বিয়্যা কবতে চায় না। হেত মেয়ে, তেত মেয়ে—স্যা ত মেয়ে লয়, যেন এ্যাট্টা-এ্যাট্টা গলাপফুল! কত সাধাসাধি, পেড়াপেড়ি। তা মাঠাকরুণ এত কাঁদে কাটে, তবু না! তা দাদাবাবু বললে, জ্ঞানবাবুর ছোটমেয়েটাকে দ্যাখে ভারী পছন্দ হইছে, তাকে বিয়্যা করবে। তাই মোরে বলে গেল, তুই বস্, যদি অনিলবাবু আসে ত বলিস, মুই আসছি—তাই মুই বস্তে আছি। শুন্‌লে ত ভাই—

মালতী। ওঃ—(অঞ্চল হইতে একটি পান লইয়া খাইল ও দোক্তা মুখে দিল)

নীলমণি। আমায় এ্যাট্টা পান দাও না—

মালতী। মিন্‌সে ত ভারী ওস্তাদ, দেখছি। গায়ে পড়ে ভাব করে।

নীলমণি। তোমার গোড় পড়ি, এ্যাট্টা পান দাও না—দহাই তোমার! (অঞ্চল ধরিয়া)

মালতী। ছাড়্! ভাল গেয়ো! এই নে! (একটি পান দিল)

নীলমণি। (পান মুখে দিয়া) এ্যাট্টু দক্তা—

মালতী। আবার দক্ষিণে চাই! (দোক্তা প্রদান)

নীলমণি। (দোক্তা মুখে দিয়া) তুমি বড় ভাল, ভাই! তা তোমার লামটি কি?

মালতী। (স্বগতঃ) বেশ হয়েছে। যা চাই, তাই সামনে! এ লোকটাকে হাত করে যতীশ বাবুকে দেখতে হবে! ভারী সোজা হয়ে গেল কাজ! আর বুঝবই বা কি! নিজেই যখন নিজের বিয়ের ঘটকালী লাগিয়ে দিয়েছে, তখন বোঝা-বুঝির আর আছে কি! বেশ হয়েছে, দিদিমণি ত চায় ছোট দিদিমণির সঙ্গে যাতে যতীশ বাবুর বিয়ে হয়। আমি দিদি-মণিকে বলব, এ ঘটকালী আমি করব, আমার এক ছড়া সোনার হার চাই!

নীলমণি। হ্যাঁ গা, লামটি বললে না?

মালতী। আমার নাম মালতী।

নীলমণি। মলাতী! বেশ লামটি! কি বললে! মলাতী, মলাতী! তা মলাতী—

মালতী। তা, কি?

নীলমণি। তোমার কে আছে?

মালতী। তা বেশ! আমার সোয়ামী আছে!

নীলমণি। এ্যাঁ, সয়ামী আছে?

মালতী। হ্যাঁ, তার আবার ভারী রাগী মেজাজ। কারো সঙ্গে, এই কোন পুরুষমানুষের সঙ্গে আমায় কথা কইতে দেখলে শুধু যে আমারই মাথা ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দেবে, তা নয়, সে পুরুষমানুষের শুদ্ধু দফা রফা করে দেবে।

নীলমণি। অ বাবা—কোথায় থাকে সে ?

মালতী। কোথায় আবার থাকবে! আমায় ছেড়ে আর কোথাও ত সে থাকতে পারে না, কাজেই এখানে থাকে!

নীলমণি। অ বাবা—

মালতী। না হলে সত্যি বলতে কি, তুমি মানুষটী বেশ! খাসা যত্ন-আত্তি জানো, আমার ভারী মনের মত—

গীত

ওগো, মনের মানুষ, পুরুষ-রতন
তুমি আমার লীলমণিটি,—যাদু বাছাধন!

নীলমণি। হাহাহা-হোহোহো-হিহিহি, দফা যে হল রফা, বল তুমি কি।

মালতী। বলব কি আর, প্রাণ-মন দিয়ে ফেলেছি—
ও আমার লীলমণিটি, লীলমণিটি, ঢ্যাড়স-বদন!

নীলমণি। মুই লীলমণি—মুই লীলমণি,

মালতী। তা হেথা কেন? যাও গয়লা-বাড়ী, ফেলো কড়ি, পাবে ননী।

নীলমণি। তুমি রাধা,—অগো, তুমি রাধা—

মালতী। লাঠি হাতে আছে পথে, আয়ান ঘোষ দাদা,—

নীলমণি। ইস্ ঐ ত ভারী বাধা!

মালতী। তাই বলি দাদা, মানে মানে পথ দেখ এখন!

(মালতীর প্রস্থান)

নীলমণি। এ্যার সঙ্গে যদি মোর বিয়্যা হত! অর সয়্যামীটে যদি মরে ত ব্যাশ হয়! অ বিধবা হলি তেখন মুই ওকে বিধবা বিয়্যা করি!

(দীর্ঘনিশ্বাসান্তে প্রস্থান)

অনিল ও যতীশের প্রবেশ

যতীশ। প্রকাশবাবুর attitude যে রকম শুনছি, তাতে আইন কানুন করতে গেলে একটা কেলেঙ্কারী রাষ্ট্র করা হবে, আর আমাদের লক্ষ্মীছাড়া বাঙলা খপরের কাগজগুলো অমনি শেয়ালের মত হুক্কা-হুয়া করে উঠবে, নইলে কোর্টে দরখাস্ত দিয়ে স্বচ্ছন্দে প্রকাশবাবুকে ট্রাষ্ট থেকে remove করানো যায়।

অনিল। সেই জন্যেই আমি আর হাইকোর্টের ধারে যাইনি, মোটে। আমার এক এটর্নি বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করছিলুম। সে এক মৎলব যা দিয়েছে—আঃ, simply funny.

যতীশ। কি? কি?

অনিল। পথে-ঘাটে সে কথা বলব না—তবে জানতে পারবে তুমি। তাতে তোমারও সাহায্য দরকার আছে।

যতীশ। তা হলে তোমার বিয়েটা হচ্ছে কবে?

অনিল। ২০শে শ্রাবণ। দেখ, মতলব যা বার করা গেছে, যদি ভেস্তে না যায় তা হলে রীতিমত একটা নভেলের মত কাণ্ড দাঁড়ায়! ঐ দিনে প্রকাশ জানবে, শুধু আমারই

বিয়ে, কিন্তু আসলে দুজনেই সেদিন ব্যাচিলর নাম ঘুচিয়ে ফেলব। বুঝলে?

যতীশ। তাহলে, ঐ মত নিয়ে পাত্র ঠিক করা—সেটার কি হবে?

অনিল। ওহে, আইন বাঁচিয়ে, মাথা বাঁচিয়ে, দলিল বাঁচিয়ে, বিষয় বাঁচিয়ে কাম ফতে করব!

যতীশ। সব শোনবার জন্য ভারী অস্থির হয়ে উঠেছি যে—

অনিল। এস ভিতরে, সব বলছি।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

স্নেহর কক্ষ।

স্নেহ ও মালতী।

মালতী। দিদিমণি যা ফন্দি খাটিয়েছে, সে বেশ হয়েছে। তাতে কিছু দোষ হবে না, ছোটদিদিমণি। দেখ দেখি, যেমন কুকুর, তেমনি মুগুরের ব্যবস্থা হয় কি না—

স্নেহ। তিনি যদি কিছু মনে করেন?

মালতী। কিছু মনে করবার অবসর আছে কি তাঁর? ছোটদিদিমণি, যাকে ভূতে পায়, সেও দু দণ্ড ভালো থাকতে পারে, কিন্তু এই ভালবাসার নেশা ঘাড়ে চাপলে একদণ্ড আর সোয়াস্তি থাকে না! কিছু কাণ্ডজ্ঞান থাকে না!

স্নেহ। তুই কখনও কাউকে ভালবেসেছিস, মালতী?

মালতী। সে সব কথা আর কেন? থাক না।

স্নেহ। না মালতী, লক্ষ্মীটি, বল্। ও কি ঘাড় নীচু করলি যে!

মালতী। ছোটদিদিমণি, আমরা গরিব ছোটলোকের মেয়ে—লেখাপড়া জানি না, মনের উপরও কখনও জোর করতে শিখিনি। যে দিকে মন ছোটে, সেইদিকেই দিক-বিদিকের জ্ঞান হারিয়ে ছুটেছি। তার পর তোমাদের এখানে অকূলে কূল মিলেছে, আপনার জন পেয়েছি। আমার কোথাও কেউ নেই, দিদিমণি, আমাকে যেন তাড়িয়ে দিয়ো না!

স্নেহ। কাঁদিসনে, মালতী, তোর যদি কষ্ট হয় ত থাক্। বলতে হবে না!

মালতী। না, ছোটদিদিমণি, আমি বলছি। আমার যখন বয়স চার বছর, তখন বসন্ত হয়ে বাপ-মা দুই মারা গেল। গাঁয়ের জমিদারদের বাড়ী ঠাঁই পেলুম। তাদের ছেলে মেয়ে নিতুম, তারা দুটি খেতে দিত। তারপর আরো আট-বছর কাটল—জমিদার-বাড়ী সুখেই ছিলুম। বৌয়েরা বড় ভালবাসত, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা দিদি বলে ডাকতো,

আহ্লাদে আমার বুক ভরে যেত। তারপর এক নতুন নায়েব এল, তার বয়স কম। ছেলেদের নিয়ে সকালে বিকেলে আমি বসে থাকতুম, সে এসে পাশে বসে বাপের কথা মার কথা জিজ্ঞাসা করে, এ কথা সে কথা কয়ে কত আত্তি জানাত। আমার কেমন তার কথা শুনতেও ভাল লাগত। শেষে একদিন সে বল্লে,—তার মাথায় বাজ পড়ল না—সহায়-হীন গরিব-দুঃখীর মেয়ে পেয়ে ভদ্দর লোক হয়ে এ পাপ কথা বলতে তার জিভ খসে গেল না? আমি কিছু না বলে উঠে গেলুম।

স্নেহ। আর থাক্, মালতী—

মালতী। না, ছোটদিমণি, শোন। এমন কিছুদিন যায়—আমি দেখি, সে শুক্নো মুখে বেড়ায়, আমার কাছে আসতে সাহস হয় না তার। আমার প্রাণটা অস্থির হল। শেষে একদিন নির্জ্জনে পেয়ে সে আমার পায়ে ধরলে, বললে, আমায় বিয়ে করবে! অন্যভাবে পেতে চায় না। যদি আমি রাজী না হই, তাহলে সে বিষ খাবে। শুনে আমার প্রাণটা শিউরে উঠ্ল! সোয়ামী-স্ত্রী কত সুখে ঘর করে,—রাণুদিদির বিয়ে হয়েছিল—আমার কাছে তার বরের কত কথাই বলত! শুনে সোয়ামী কেমন, জানবার জন্য আমার প্রাণটা অস্থির হয়ে উঠত! কখনো জানিনি, সোয়ামী কি! আমি রাজী হলুম! সে বল্লে, সেখানে বিয়ে হতে পারে না—অন্য জায়গায় সে চাকরি নেবে, বিয়ে করবে, কিন্তু তাহলে লুকিয়ে তার সঙ্গে চলে যেতে হবে—

স্নেহ। ও-সব কথা আর কেন, মালতী! থাক্‌গে—

মালতী। একদিন শেষরাত্রে মনিব-বাড়ী থেকে চোরের মত আমি পালালুম, বুক কেঁপে উঠল! কি করছি! রেলে চড়ে পরদিন ভোরে পশ্চিমের এক দেশে এলুম। সে বললে, এখানে তার চাকরি মিলবে। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, আমি বললুম, বিয়ে হবে কবে? সে হেসে উঠল—সে বললে, বিয়ে! ঝীকে বিয়ে! আস্পর্দ্ধা কম নয় ত! আমি কেঁদে ফেললুম, বললুম, তবে আমাকে এখানে নিয়ে এলে কেন? সে বললে,—উঃ, তার জিভ খসে গেল না, পুড়ে গেল না? সে বললে, আমার উপর তার নজর পড়েছিল, তাই! দুদিন আমায় নিয়ে খেলা করে ফেলে চলে যাবে! আমি কিছু বললুম না—ভয়ে চুপ করে রইলুম! শেষে খেয়ে সে যখন একটু অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন আমি ছুটে সে বাড়ী ছেড়ে পালালুম। খানিকটা এসেছি—হঠাৎ কে ধরে ফেল্‌লে —সেটা পুকুরধার। দেখি, সে—জানতে পেরে পেছু নিয়েছে! আমি হাত ছিনিয়ে নিলুম—কোথা থেকে দেহে হাতীর বল এল! সে পড়ে গেল। গায়ে যত জোর ছিল তত জোরে তখন তার মুখে নাথি মেরে আমি আবার ছুটলুম! সে কি ছুট! ছুটতে ছুটতে একটা বাড়ীর ধারে এসে পড়লুম—চাঁদের আলোয় সাদা বাড়ী ধব্‌ধব্‌ কচ্ছিল। আমি কেঁদে এসে বাবুর পায়ে পড়লুম। মাঠাকরুণ ছুটে এলেন—আমার জ্ঞান ছিল না—

স্নেহ। আমাদের বাড়ী, না?

মালতী। হাঁ, বাবু তখন সেখানকার হাকিম। সেই অবধি তোমাদের আশ্রয়ে আছি। তোমার তখন খুব ব্যামো—

স্নেহ। মনে পড়েছে। দিদি এ সব জানে?

মালতী। হ্যাঁ।

স্নেহ। মালতী, আজ থেকে আমি তোকে আরো ভালবাসব। এমন তুই! এত দুঃখে এত বিপদেও ধর্ম্ম ভুলিসনে—

মালতী। হিঁদুর মেয়ে ত আমি, ছোটদিদিমণি। হই না গরিব! হিঁদুর মেয়ে কি ধর্ম্ম ছাড়তে পারে?

স্নেহ। অথচ এই হিঁদুর মেয়েকে মানুষ কুলুপ এঁটে রাখতে চায়!

মালতী। ঐ বুঝি প্রকাশবাবু আসছেন। মনে আছে ত সব? লজ্জা করো না। আগে আপনাকে বাঁচাও—তাতে যদি একটু চাতুরী করতে হয় ত কোন দোষ নেই, ছোটদিদিমণি। আমি সরে যাই। (প্রস্থান)

স্নেহ জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রকাশের প্রবেশ

প্রকাশ। স্নেহ, জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? রাস্তা থেকে দেখা যায় যে—

স্নেহ। (সরিয়া আসিল) তাতে ক্ষতি কি?

প্রকাশ। ক্ষতি! ভদ্রলোকের মেয়ে পথের ধারে জানলার সামনে দাঁড়াতে আছে! লোকে ভাববে কি!

একজন ভৃত্যের প্রবেশ

প্রকাশ। এই বেটা, একেবারে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলি যে?

ভৃত্য। (সভয়ে) আজ্ঞে, ঘরটা ঝাঁট দোব।

প্রকাশ। ঘর ঝাঁট দিবি ত বাইরে থেকে সাড়া দিয়ে আসতে পারিস না? মেয়েরা রয়েছে এখানে। ইয়ার্কি পেয়েছ, বেটা? বেরো, বেরো, বলছি—তোকে ঝাঁট দিতে হবে না। (ভৃত্য অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল) স্নেহ, মুখে ঢাকা দাও, —এই চাকর বেটা তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছে!

স্নেহ। (দৃপ্তভাবে) প্রকাশবাবু, এরকমভাবে আপনি আমায় অপমান করবেন না। একটা চাকরের সামনে—

প্রকাশ। হোক্ চাকর,—পুরুষ মানুষ এ। এক বেটা ছোঁড়া চাকর—এ সব কি রকম বন্দোবস্ত! বেটা হন্‌হন্ করে ঘরে এসে ঢোকে!

স্নেহ। আপনি এ কি বল্‌ছেন?

প্রকাশ। বলছি, এ সব আচরণগুলো ভাল নয়। (ভৃত্যের প্রতি) আবার বেটা দাঁড়িয়ে রৈল্লি! বেরো (ভৃত্য গমনোদ্যত) আর দেখ্, শোন্, অন্দরমহলে খপর না দিয়ে খবরদার বেটা ঢুকবি না। যা, এখন। মেয়েদের সামনে এভাবে আর

কখনও যেন আসতে না দেখি,—এলে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দোব।

(ভৃত্যের প্রস্থান)

স্নেহ। প্রকাশবাবু, দেখুন, আপনি যা করেন, তাতে কখনো আমি কিছু বলি নি। কিন্তু এভাবে উৎপীড়ন আমার সহ্য হয় না—আপনি ভাবেন কি? একটু হাওয়াতেও কি আমাদের অধিকার নেই?

প্রকাশ। লোকে নিন্দে করতে পারে—আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে কেউ যদি কোন নিন্দে করে, বেহায়া বলে, তা হলে সেটা সহ্য করতে বল, তুমি?

স্নেহ। আমি ত আপনার স্ত্রী নই—

প্রকাশ। আজ নও, দুদিন বাদে ত হবে।

স্নেহ। ওঃ—

পত্র-হস্তে মালতীর প্রবেশ

মালতী। একবার আস্পর্দ্ধা দেখেছ, ছোটদিদিমাণ! তোমার নামে খামে চিঠি পাঠায়—বলে, খুব গোপনে দিয়ো।

স্নেহ। কে?

মালতী। কে, আবার! ঐ যতীশবাবু—বিলেত ঘুরে এসেছেন কি না, সব খিষ্টানী ধরণ! এই যে প্রকাশবাবু, বল ত বাবু—

প্রকাশ। দেখি—এ যে আবার রঙ-চঙে খাম! আবার (ঘ্রাণান্তে) ইঃ, গন্ধ মাখানো—এ ত ভাল নয়।

মালতী। বুকের পাটা দেখ একবার! (স্নেহর সহিত চোখের সঙ্কেতাভিনয়)

স্নেহ। তুই নিলি কেন?

মালতী। ওগো, আমি কি সাধে নিয়েছি! যদি কোন চাকর-বাকরের হাতে দিয়ে যায়, না নিলে—ত তারা কি ভাববে! এই জন্যে নিয়েছি—একবার সাহসখানা দেখ, প্রকাশবাবু।

প্রকাশ। চিঠিখানা পড়ে দেখতে হচ্ছে (উন্মোচনে উদ্যত)

স্নেহ। না, না, ও খুলে কাজ নেই। তা হলে ভাববে, আমিই বুঝি পড়েছিলুম—ও অমনি অমনি ফিরিয়ে দিন, আর কখনো সাহস করবে না!

প্রকাশ। এ নিয়ে এখনই পুলিশ কেশ করতে পারি। পুলিশ কোর্টের এক বড় উকিলের সঙ্গে আমার খুব ভাব আছে—চালাকি নয়! কত বড় যতীশ সেন, একবার দেখে নি।

স্নেহ। না, না, তাতে কেলেঙ্কারী হবে—তার চেয়ে ও চিঠিখানা ফেরতই দেওয়া যাক্—

প্রকাশ। ঠিক বলেছ! আমি নিজে এখনই যাচ্ছি! দু কথা শুনিয়ে দিয়ে আসতেও ছাড়ব না! সব লেখা-পড়া শিখেছেন! মোদ্দা স্নেহ এ রাস্তার ধারের ঘরে তুমি আর বড় একটা থেকো না। ২৭শে শ্রাবণ অবধি কোন মতে কাটাও, তারপর আমার বাড়ী নিয়ে যাব। বাড়ী যা কচ্ছি, ওঃ, আগাগোড়া সব জানলা-খড়খড়ি লোহার জালে ঘিরে ফেলছি।

(প্রস্থান)

মালতী। তোমার জেলখানা তৈরি হচ্ছে—শুনলে ত!

স্নেহ। আচ্ছা, এরা ভাবে কি!

মালতী। ভাববে আর কি! নিজেদের মত সকলকে ভাবে! নিজেরা পথ চলে যেমন হাঁ করে, পথের দুধারে জানলা-খড়খড়ির দিকে চেয়ে,—তেমনি ভাবে, মেয়েরাও অমনি পর-পুরুষের গুঁপো মুখ দেখবার জন্যে বুক ফেটে মরে যাচ্ছে! আহা, ঐ ত মুখের ছিরি—ওতে আবার সিঁথে বাগিয়ে বাহার করা হয়! ভাবে, মেয়েরা দেখলে ভাবে ভোর হয়ে মূর্চ্ছো যাবে! মরণ আর কি!

স্নেহ। তুই যেন কি!

মালতী। কি আবার—আমি তোমায় চাক্ষুষ দেখাতে পারি! এই জানলার ধারে একটু দাঁড়াই দেখি,—পঞ্চাশ জন হতভাগা অমনি হাঁ করে উপর-বাগে চাইতে চাইতে যাবে! যেন সাত জন্মে কখনও মেয়েমানুষের মুখ দেখেনি! মরণও হয় না, হতচ্ছাড়াদের!

স্নেহ। থাক্; আমি চাক্ষুষ দেখতে চাই না, মালতী। ও চিঠিখানা কি রে—?

মালতী। ও সেই যে বল্‌ছিলুম! দিদিমণি যতীশবাবুকে চিঠি লিখেছেন একটা। লিখেছেন, তোমাকে বিয়ে করতে তাঁর যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে শীঘ্র যেন দেখা করে তা বলেন। তাঁর মাকে তাহলে এ বিষয়ে বলে একটা ঠিক-ঠাক করে ফেলতে হবে! আর ঠিকঠাক করতে গেলে একটু

চালাকিরও দরকার—সে বিষয়ে অনিল বাবুর সঙ্গে পরামর্শ হবে।

স্নেহ। খামখানার উপরে কারো নাম নেই যে?

মালতী। প্রকাশবাবুকে ক্ষেপাবার জন্যে। দেখ না, প্রকাশ বাবুই এ বিয়ের ঘটকালী করবে'খন—তা না হলে আর মজা কি!

স্নেহ। কি জানি, আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না—

মালতী। দিদিমণির কাছে যাও—জানতে পারবে। তোমাকেও কিছু করতে হবে কিন্তু—সেইটুকু যেন কাঁচিয়ে ফেলো না—আমি এখন যতীশবাবুদের ওখানে যাচ্ছি। তাঁর জবাব চাই ত—

(প্রস্থান)

স্নেহ। সেদিন তাঁকে দেখে এমন লজ্জা হল! বেশ মানুষ কিন্তু! সাদাসিধে, কোন আড়ম্বর নেই! যেমন মিষ্টি কথা, তেমনি সুন্দর দেখতে!

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

যতীশের বাড়ীর বারাণ্ডা।

নীলমণি আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিল ;
যতীশের প্রবেশ

যতীশ। ওরে নীলে তোর হল কি? এমনভাবে বসে আছিস যে! কোন অসুখ-বিসুখ হল না ত?

নীলমণি। নাঃ—অসুখ নয়!

যতীশ। তবে?

নীলমণি। কিছু কাজ নেই, তাই বস্যে আছি।

যতীশ। একবার জ্ঞান বাবুর বাড়ী যা দেখি তবে—

নীলমণি। গ্যান্‌বাবুর বাড়ী! সেই হুথাকে?

যতীশ। সেদিন যেখানে গেছলি রে—

নীলমণি। সেই মলাতীদের বাড়ী ত? (উত্থান) তা যাই—

যতীশ। মলাতী আবার কে রে?

নীলমণি। হা-হা সে মলাতী! মলাতী! আছে! খাসা লোক, দাদাবাবু, এই মলাতী—

যতীশ। আরে মর্—আবার মলাতী নিয়ে মরেছিস্!

নীলমণি। আর সে সব নয়, দাদাবাবু—মলাতীর একটা

সয়ামী আছে—সেটা মলে মুই তাকে হাল আইনে বিধবা বিয়্যা করব। হয় লা দাদাবাবু—?

যতীশ। আরে, তার স্বামী আছে, বলছিস, তবে সে বিধবা হল কি করে!

নীলমণি। লা, বিধবা হয়লি এখনও, সয়ামীটা মলে হবে ত! তখন তাকে বিয়্যা করব। মনটা বড় খারাপ হয়েছে তার লেগে!

যতীশ। বিধবা হলে বিয়ে করবি! আর তার স্বামী মরবার আগে তুইই যদি মরে যাস্—?

নীলমণি। লা দাদাবাবু, গড় করি, হেমন কথা বলুনি! তাকে বিয়্যা লা করে মুই মরতে পারবুলি!

যতীশ। তা তার স্বামী যদি না মরে?

নীলমণি। তাই ত ভাবছি বস্তে, দাদাবাবু, তার সয়ামীটে যদি ভালমান্সী করে লা মরে—!

যতীশ। ভাল পাগল বটে! বসে বুসে একটা লোকের মৃত্যু-কামনা কচ্ছিস—

নীলমণি। লইলে আমি বাঁচবো লা! বিধবা বিয়্যা হয় লা, দাদাবাবু—হাল আইনে?

যতীশ। বিধবা বিয়ে হবে না, কেন? কিন্তু তুই যে সধবা বিয়ে করতে চাস্—তা কি হয় রে বাঁদর?

(নীলমণি আবার বসিল)

প্রকাশের প্রবেশ

প্রকাশ। আপনারই নাম, যতীশ বাবু ?

যতীশ। হাঁ, আপনার প্রয়োজন ?

প্রকাশ। আপনি না ভদ্রলোক, আপনি না শিক্ষিত ?

যতীশ। আপনি যে আরও ভদ্রলোক দেখছি, বাড়ী বয়ে গাল দিতে এসেছেন—

প্রকাশ। এই দেখুন, তবে চিঠি। (পত্র বাহির করিল) এই চিঠি আপনি জ্ঞানবাবুর ছোট মেয়ে স্নেহলতাকে লিখেছেন ?

যতীশ। (সবিস্ময়ে) চিঠি লিখেছি ?

প্রকাশ। হাঁ, এই সে চিঠি। এ চিঠি সে ঘৃণার সঙ্গে ফেরত দিয়েছে—খোলেওনি। এই নিন চিঠি—(সক্রোধে যতীশের মুখের উপর পত্র-নিক্ষেপ) জানেন, তার সঙ্গে আমার বিবাহ হবে ? সে আমার বাক্‌দত্তা স্ত্রী, তাকে চিঠি লিখে আপনি গর্হিত কাজ করেছেন। আপনি তাকে ভালবাসেন ?

যতীশ। (পত্র-হস্তে বিস্ময়-স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল)

প্রকাশ। বলুন, গোপন করার কোন প্রয়োজন নেই—

যতীশ। তা—তা—

প্রকাশ। বলুন, ভালবাসেন কি না ?

যতীশ। বাসি—মিথ্যা বলবো না—

প্রকাশ। ওঃ—সত্যবাদী যুধিষ্ঠির ! ভালবাসেন—বড় ভাল কাজ করেন ! অপরের স্ত্রীকে ভালবাসা খুব ভদ্রতা !

যতীশ। কিন্তু তার ত বিবাহ হয় নি—

প্রকাশ। হয়নি, তাতে কি এসে গেছে? হবে ত। আর সে বিবাহ আমার সঙ্গেই। জানি আমি সব। তার সঙ্গে সেদিন আলাপ হয়েছিল, তারপব দু-তিন দিন আমি আপনাকে সেধারে ঘুরতে দেখেছি—উপরের জানলার দিকেও মাঝে মাঝে চেয়ে থাকেন—আর স্নেহও কখনো কখনো জানলার ধারে এসে দাঁড়ায়। থাক্, কিছু বলতে হবে না। তবে আমার এই কথা শুনে রাখুন, আর কখনো যেন এমন না দেখি! স্নেহ আমাব স্ত্রী হবে—আপনি ভদ্রলোক, ভদ্রতা লঙ্ঘন করবেন না। (প্রস্থান)

যতীশ। আশ্চর্য্য লোক! অদ্ভুত ভদ্রতা! কিন্তু এ চিঠির মানে ত কিছু বুঝতে পাচ্ছি না—দেখি পড়ে—(পত্র খুলিয়া পাঠ)

নীলমণি। (সহসা লাফাইয়া উঠিয়া) এই যে মলাতী! মলাতী এস, এস—

মালতীর প্রবেশ

দাদাবাবু, এই সে মলাতী।

যতীশ। তুমি কে?

মালতী। আমি জ্ঞানবাবুর বাড়ী থেকে আসছি। প্রকাশ বাবু আপনাকে একখানা চিঠি দিয়ে গেছেন কি?

যতীশ। হাঁ, এই সে চিঠি। প্রথমটা আমি ভারী অবাক

হয়ে পড়েছিলুম—ব্যাপার কি ! তার পর চিঠি পড়ে সব বুঝলুম। তা প্রকাশবাবু ত ভারী চোয়াড়ে লোক দেখলুম !

নীলমণি। (গোপনে মালতীকে নিকটে আসিতে সঙ্কেত)

মালতী। হ্যাঁ। ছোট দিদিমণি যদি ওঁর হাতে পড়েন, তাহলে একদিনও বাঁচবেন না ! তা আপনি যদি—

যতীশ। আমি যদি কি মালতী ?

মালতী। আপনিই তাঁকে রক্ষে করতে পারেন—

যতীশ। স্নেহ কি সে কথা তোমায় কিছু বলেছে ?

মালতী। পষ্ট কিছু না বললেও তাঁর ইচ্ছে, আপনার সঙ্গে বিয়ে হয়—

যতীশ। আবার কি সে সৌভাগ্য হবে ?

মালতী। সে আপনারই ইচ্ছে !

যতীশ। স্নেহ আমায় ভালবাসে তা হলে ? বেশ, আমি এখনই যাচ্ছি, অনিলের সঙ্গে দেখা কচ্ছি— (প্রস্থান)

মালতী গমনোদ্যত ও নীলমণি পা টিপিয়া আসিয়া তাহার অঞ্চল ধরিল।

মালতী। কে রে ?

নীলমণি। মুই লীলমণি—

মালতী। লীলমণি, তা আঁচল ধরিস্ কেন ?

নীলমণি। এ্যাট্টু বস্ না, মলাতী।

মালতী। আমার এখন বসবার সময় নেই—ছাড়্।

নীলমণি। দুটো পান খেয়ে যাও।

মালতী। না, না, আমার সময় নেই আজ।

নীলমণি। মলাতী, তোমার মনে এ্যাই ছিল!

মালতী। আমার মনে কি ছিল আবার?

নীলমণি। এ্যাক্কেবারে ভুলে গেলি—সেদিন এ্যাত কথা বল্‌লি। তা তোর সয়ামীর অসুখ-বিসুখ কিছু হল?

মালতী। মর্‌, জোয়ান শরীর—অসুখ হতে যাবে কেন?

নীলমণি। তাই বলছি, তা হলে মোর দশা কি হবে?

মালতী। তোর দশা কি হবে, তা আমি কি জানি? সর্‌, আমি যাই।

নীলমণি। মুই তকে বড় ভালবাসি, মলাতী,—তোরে না পেলে আমি বাঁচবো না—সত্যি বল্‌ছি—

মালতী। আহা, ঢঙ্‌ দেখে আর বাঁচিনে। তুই মলি কি বাঁচলি, তাতে আমায় কি বয়ে গেল? আমায় সেই ধরণের নোক পেলি না কি?

নীলমণি। তা নয়, মলাতী, সে কথা নয়। সে দিকে না। আমি তোকে বিয়্যা করব, মলাতী। তা তোর সয়ামী যে বেঁচে—

মালতী। ও হতভাগা, তুমি বসে বসে আমার সোয়ামীর মরণ কামনা কচ্ছ! আমি বিধবা হলে আমায় বিয়ে করবে? বটে!

নীলমণি। সত্যি বিয়্যা করব, মলাতী, সত্যি! তোরে মুই বড় ভালবাসি—

মালতী। তা কি হয়, নীলমণি—আমার যে সোয়ামী আছে, যাদু।

নীলমণি। তাই ত মুই সারা হনু ভেবে—

মালতী। তা দেখে শুনে একটি বিয়ে না হয় কর না তুমি—

নীলমণি। না মলাতী, তা না—আমি তকে বিয়্যা করব—আর কাউকে না, কাউকে না, কাউকে না। আমি তোরে যে কি চখে দ্যাখিছি—

মালতী। বুড়ো মিন্সের রকম দেখে হাসি পায়, দুঃখও হয়—

নীলমণি। মোরে বিয়্যা করবি না মলাতী ?

মালতী। সধবার কি আবার বিয়ে হয়, সোনা ?

নীলমণি। সধবা নয়, সধবা নয়—বিধবা হলে—

মালতী। তা বিধবা হলে না হয় দেখা যাবে!

নীলমণি। তুই কবে বিধবা হবি, মলাতী ? মুই সেদিন সত্যিনারাণের সিন্নি দোব—আর তোকে বিয়্যা করব—

গীত

আহা, সে দিনটি আসবে কবে ?
মোরে সুখী করতে তোমার সয়ামিটি চিতেয় রবে ?

মালতী। চোখের জল মুছে দু'হাতে, দাঁড়াব ছান্‌লা-তলাতে,
ঘাট-কামানো, শ্রাদ্ধ, সে সব বিয়ের পর হবে।

নীলমণি। দেব বাজু-অনন্ত, সোনার কাঁটা ফুল,
কানে তোর দুলিয়ে দেব দুল,—

মালতী। শুনে আহা প্রাণ জুড়ুল—(পোড়া কপালে) অত কি সবে ?

নীলমণি। সন্ন্যাসীটে তোর মরুক্—

মালতী। হাড়টা আমার জুড়ুক—।

নীলমণি। সেদিন এ পায়ের লক্ষর পায়ে লুটোবে—

মালতী। পরের কথা পরে সে সব,—আজ আসি তবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্নেহর কক্ষ

স্নেহ, মাধুরী ও মালতী।

মাধুরী। কেমন, পারবি ত ?

স্নেহ। আজ শ্রাবণ মাসের কঁউই হল ?

মাধুরী। আজ ১৬ই। ২০শে আমাদের বিয়ের দিন।

মালতী। না হয়—একদিন আগেই হয়ে যাবে—তাতে সুবিধে ছাড়া অসুবিধে ত নেই—

মাধুরী। কেমন, পারবি ত ?

স্নেহ। আচ্ছা, দেখি—

মাধুরী। না, দেখি নয়, পারতেই হবে। না হলে চলবে কেন, স্নেহ ?

স্নেহ। আচ্ছা, পারব।

মালতী। না হলে চলবে কেন, ছোটদিদিমণি? মেয়ে মানুষের একটু ছল-চাতুরী চাইই, না হলে আমাদের আর অন্য বল্ কি আছে, বল? চাবুকও মারতে পারব না, বেতও ওঁচাতে পারব না—!

মাধুরী। মালতী মিছে বলে নি—।

মালতী। নইলে যে গোঁয়ার জাত পুরুষ—ওদের বশে আনা কি সহজ?

মাধুরী। তা হলে আমি এখন চল্লুম। প্রকাশবাবুর আসবার সময় হয়ে এল। আয় মালতী—

মালতী। যাচ্ছি দিদিমণি, তুমি এগোও। (মাধুরীর প্রস্থান) আমায় কি বলবে গা ছোটদিদিমণি?

স্নেহ। তুই না কি বিয়ে করাব, মালতী?

মালতী। ও কথা থাক্ ছোটদিদিমণি, আমার লজ্জা করে।

স্নেহ। এতে আবার লজ্জা কি,—বল্ না আমাকে।

মালতী। না হলে সে যে বিষ খাবে, বল্‌ছে, ছোটদিদি-মণি! একটা লোক সত্যি সত্যি মরে যাবে—?

স্নেহ। তুই তাকে তাহলে ভালবেসেছিস, মালতী—?

মালতী। এ্যাঁ,—তা ঠিক নয়, তবে সে বড্ড ভালবাসে। সে জানে, আমার বিয়ে হয়ে গেছে—বলে, আমি বিধবা হলে আমায় বিধবা বিয়ে করবে।

স্নেহ। আচ্ছা, দেখ্, অনিলবাবু কি বলেন—!

মালতী। বাবুর মত না হলে বিয়ে হবে না। তবে সংসার-ধর্ম্ম করতে আমার এক-একবার সাধ হয়, ছোটদিদি-মণি, রেঁধে বেড়ে স্বোয়ামীকে খাওয়াব—সে আমায় যত্ন-আত্তি করবে! আমি জীবনে একজনও আপনার লোক কেমন, তা জানলুম না—

স্নেহ। কেন, মালতী, আমরা কি তোকে ভালবাসি না?

মালতী। তা বাস বইকি, ছোটদিদিমণি—সে কথা না মানলে অধর্ম্ম হবে যে! তবে মাঝে মাঝে মনটা কেমন হয়ে যায়, ছোটদিদিমণি, তাই। তা বিয়ে করলে কি তোমরা আমাকে আর এমন ভালবাসবে না—ঘেন্না করবে? তবে থাক্‌, আমি বিয়ে করব না—।

স্নেহ। না, না, মালতী—তোকে ঘৃণা করব না! তুই যে পাপের পথে না গিয়ে বিয়ে করে একটা আশ্রয় নিচ্ছিস, তার জন্য ঘৃণা করব কেন তোকে?

মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। প্রকাশবাবু আসছে, স্নেহ।

স্নেহ। মালতী, তুই যা তবে।

(মালতীর প্রস্থান)

মাধুরী। (প্রকাশকে দেখিয়া) ওঃ—আ-হা-হা-(কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাসত্যাগ ভাবাভিনয়ান্তে চকিতে প্রস্থান)

প্রকাশের প্রবেশ

স্নেহ। দেখুন, একটা বড় বিপদ হয়েছে।

প্রকাশ। কি বিপদ স্নেহ? ইনি এমন করে গেলেন কেন?. কোন অসুখ করেনি ত তোমার?

স্নেহ। না, আমার কিছু হয়নি—ঐ দিদির কথাই বলতে চাই। ওর সম্বন্ধেই খুব গোপনীয় কথা আছে।

প্রকাশ। গোপনীয় কথা?

স্নেহ। হ্যাঁ—সেই যে যতীশবাবু বলে একজন অনিলবাবুর কাছে আসতেন—সেই যে, যে আমাকে চিঠি পাঠিয়েছিল, সেই যে আপনাকে দিয়ে চিঠি ফেরত দেওয়ালুম—

প্রকাশ। হাঁ, হাঁ, মনে পড়েছে—

স্নেহ। তা সেই যতীশবাবুকে দিদি ভালবেসে ফেলেছে—তাঁর সঙ্গে যদি দিদির বিয়ে না হয়ে অনিলবাবুর সঙ্গে হয়, তাহলে দিদি বলেছে, দিদি বাঁচবে না!

প্রকাশ। এ্যাঁ, বল কি?

স্নেহ। আর বলি কি? দিদি নিজের মাথা নিজে খেয়ে বসেছে—সর্ব্বনাশ করেছে। ছি ছি—

প্রকাশ। তাই ত! তা উপায়?

স্নেহ। উপায় বড় সুবিধের দেখি না। অনিলবাবু এ কথা শুনলে অনর্থপাত করবেন—

প্রকাশ। আহা, বেচারা অনিল—

স্নেহ। কত আশা করেছিলেন—

প্রকাশ। বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে। বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন—হাতে হাতে ফল পাবেন না? ঐ জন্যই ত মেয়েদের সম্বন্ধে আমি এমন আঁটাআঁটির ব্যবস্থা করি। তার জন্যে আমায় কম শুনিয়েছে! তা তুমি কি বললে?

স্নেহ। আমি? আমি ত শুনে রেগে জ্বলে উঠলুম। অনিলবাবুর সঙ্গে বিয়ের সব স্থির—চারদিন পরে বিয়ে। আমি দিদিকে কত বললুম, কত বোঝালুম, তা চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। দিদি কাঁদতে লাগল—বলে, যতীশ বাবুর সঙ্গে বিয়ে না হলে দিদি বিষ খাবে—

প্রকাশ। তাই ত—তা—আহা, অনিল বেচারার জন্যে আমার বড় দুঃখ হচ্ছে—

স্নেহ। তা মন যখন একজনকে ভালবাসে, তখন আর একজনকে বিয়ে করাটা কি ভাল?

প্রকাশ। কখনো নয়। শেষে উল্টো ফল দাঁড়াতে পারে। তা হলে ত ব্যভিচারিণী হল! তা অনিলকে এ কথা বলে যতীশবাবুর সঙ্গেই বিয়ে দেওয়া উচিত। বাইরে একজনের স্ত্রী হবে, অথচ ভিতরে ভিতরে আর একজনকে ভালবাসবে, অনিল ত এ বিয়েতে সুখী হবে না!

স্নেহ। অনিলবাবুকে এ কথা বললে তিনি কি সহজে দাবী ছাড়বেন? তিনিও ত দিদির বিবাহ-সম্বন্ধে হস্তারক হতে পারেন।

প্রকাশ। না, না, এ হন্তারক হলে চলবে, কেন? বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে—স্ত্রী-স্বাধীনতার ব্যবস্থা করুন! সে কি লম্ফ-ঝম্ফ—! বুঝলে?

স্নেহ। মেয়েমানুষ, দুর্ব্বল মন—স্বাধীনতা দিলে তারা ঠিক থাকতে পারবে কেন? তারা ত আর পুরুষ মানুষ নয়—কাছা-কোঁচা দিয়ে কাপড়ও পরে না!

প্রকাশ। সত্যই ত! তা যতীশবাবুকে পাকড়ানো যাক্—

স্নেহ। সেদিকে আবার এক বিপদ! যতীশবাবু দিদিকে বিয়ে করতে চান না। তাঁর পছন্দ—

প্রকাশ। তোমাকে! বুঝেছি। না হলে চলবে কেন? ছোটটিকে দেখেছেন, কাজেই বড়টিকে—

স্নেহ। কিন্তু একটু ফিকির করতে হবে। দিদির সঙ্গে এ বিয়ে হওয়া চাইই!

প্রকাশ। তা ত চাই, কিন্তু যতীশবাবু ত খোকা নয়—তাঁর নিজের মত নেই বলছ, যখন—

স্নেহ। সেই জন্যই ত বলছি—ফিকির চাই। তা আমি একটা মতলব ঠাওরেছি। আমাকে চিঠি পাঠিয়ে যেমন অপমান করেছিলেন, তেমনি চূড়োন্ত শোধ হয় তার—

প্রকাশ। কি, কি, খুলে বল ত!

স্নেহ। আপনি একখানা চিঠি লিখুন,—আমার নামে। তাতে লিখুন, যেন আপনি যতীশবাবুর সঙ্গে আমারে বিয়ে দেওয়ায় জন্য মত করেছেন। হায়, হায়, দিদির জন্য এতও

করতে হল! হাজার হোক্ সম্পর্কে দিদি—মেয়েমানুষ—তার ধর্ম্মটা রক্ষা করতে হবে ত!

প্রকাশ। এ আবার কি—এ আবার কি?

স্নেহ। আমায় আপনি সন্দেহ করছেন, প্রকাশবাবু? তবে আপনি আমাকে এতদিন যে শিক্ষা দিলেন, তার কি ফল হল?

প্রকাশ। না, না, আমি তা বলছি না। তা না তা না—

স্নেহ। তবে? আমি এই কাগজ-কলম নিয়ে আসছি। দিদিকে বাঁচান, প্রকাশবাবু। স্বচক্ষে তার অবস্থাটা দেখলেন ত? যতীশবাবু বুঝবেন, তিনি আমাকেই বিয়ে করছেন। দিদি চেলির কাপড় পরে ঘোমটা টেনে থাকবে'খন—বিয়েটা ত হয়ে যাক্—তারপর দিদি বনিবনা করে নেবে! এ ছাড়া আর উপায়ও ত দেখি না। অনিল বাবুকে শেষে তাঁরই যুক্তি তর্কে এতে মত করিয়ে নোব।

প্রকাশ। ঠিক বলেছ। We shall beard the lion in his own den.—মোদ্দা আমার মনটা সরছে না কেমন।

স্নেহ। না, না, ও আর দ্বিধা নয়—(কাগজ-কলম লইয়া আসিল) নিন, লিখুন—

প্রকাশ। কি লিখব, বল। আমার কেমন বুদ্ধি আসছে না—

স্নেহ। লিখুন,—"শ্রীমতী স্নেহলতা দাসী, আয়ুষ্মতীষু—" (প্রকাশ লিখিল) হল? তার পর—হাঁ, একটু ফাঁক দিয়ে—হাঁ,

ঐ। লিখুন,—"তুমি শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র সেন বার-এ্যাট-লকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়—" হল? হ্যাঁ। তারপর, "আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, যে আমার সহিত তোমার বিবাহ সঙ্গত নয়। তোমার শিক্ষা আমার আদর্শের সহিত থাপ খাইবে না। সুতরাং—" হাঁ,—লিখুন, "আদর্শের সহিত থাপ খাইবে না। সুতরাং—" হাঁ, হয়েছে। "আমারও ইচ্ছা, তুমি উক্ত যতীশ বাবুকেই বিবাহ কর। তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। এতদর্থে সুস্থ শরীরে, স্বচ্ছন্দ চিত্তে, বিনানুরোধে, স্বইচ্ছায় এই অনুমতি-পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি—" এইবার আপনার নামটা সই করুন। বাঁ কোণে আপনার ঠিকানা, আর আজকের তারিখটাও লিখে দিন। ও কি, সই করলেন না?

প্রকাশ। এ—আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না, স্নেহ—

স্নেহ। এ—আর বুঝতে পারছেন না? যতীশ বাবু এ চিঠি দেখে আহ্লাদে ডগমগ হয়ে ছুটে আসবেন, ভাববেন, আমার সঙ্গেই, বুঝি, বিয়ে হচ্ছে! শেষে দেখবেন, কি জালেই পড়েছেন! তারপর সাতাশে তারিখে আমাদের বিয়ে হবে! হ্যাঁ, সই করুন। বেশ হয়েছে—এতটুকু সন্দেহ হবে না, তাঁর। দিন, আমি চিঠিখানা মালতীর হাতে পাঠিয়ে দি।

প্রকাশ। নাও। মোদ্দা অনিলকে একবার খপরটা দিতে হবে—

স্নেহ। না, না, এখন থাক্। বিয়েব দিনও তিনি জানবেন না। তারপর ব্যাপার বুঝে মাথা খুঁড়ুন—

প্রকাশ। বেশ হয়েছে। স্ত্রী-স্বাধীনতা চালান, বন্ধুর সঙ্গে স্ত্রীর আলাপ করিয়ে দিন! যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! এ বিয়ের ফুলের ভার আমি নেব। যাই, আজ আবার একবার লোহাপটি যেতে হবে। বেটারা এখনও লোহার জাল দিয়ে গেল না,—একবার তাগাদা দিয়ে আসি। (প্রস্থান)

স্নেহ। কি করলুম! এতে কি ভাল হবে?

সপ্তম দৃশ্য

পথ।

ভিন্ন-ভিন্ন দিক দিয়া অনিল ও প্রকাশের প্রবেশ

প্রকাশ। এই যে অনিল—

অনিল। তাই ত প্রকাশ যে! হন্-হন্ করে সন্ধ্যাবেলায় কোথায় চলেছ?

প্রকাশ। একটা বিশেষ কাজে।

অনিল। কি এমন কাজ হে? কাল আমাদের বিয়েতে এসে সব দেখছ শুনছ ত?

প্রকাশ। কাল বুঝি ২০শে! তা বোধ হয়, কাল আর কিছু দেখবার দরকার হবে না।

অনিল। দরকার হবে না! বাঃ, দরকার হবে না, কি হে?

আমি ত আর ঘর সেজে দেখাশোনা করতে পারব না।

প্রকাশ। সে কষ্টটা তোমায় আর করতে হবে না। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। তোমার উদার বন্ধু যতীশ বাবু তোমার হয়ে সে কষ্টটা আজই বোধ হয় সেরে ফেলবেন—বোধ হয়, এতক্ষণে সে কাজে লেগেও গেছেন।

অনিল। কি বলছ, তুমি? আমি যে কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।

প্রকাশ। যাক্...সে জ্ঞানবাবুর বাড়ী একটু কষ্ট করে গেলে এখনই সব হাড়ে হাড়ে বুঝবে! তা তোমার বর্দ্ধমানের কাজ চুকলো? মকদ্দমার কি হল?

অনিল। দেওয়ানী মকদ্দমা কি আর হুট্ বলতে চোকে রে ভাই? আবার মাসখানেকের জন্য মুলতুবি রইল—তাদের খাতা-পত্র আনতে পারেনি বলে। তা তুমি ও সব যা বললে, তার অর্থ কি শুনি!

প্রকাশ। না, তোমায় না বলে থাক্তেও পাচ্ছি না। তবে বড় সুসংবাদ নয়—শুনলে যে তুমি আমায় সন্দেশ খাওয়াবে, এমন বোধ হয় না।

অনিল। আহা, বলেই ফেল না!

প্রকাশ। বলি, ২০শে ত তোমার সঙ্গে শ্রীমতী মাধুরী দাসীর বিয়ের ঠিক ছিল? তা তাঁর অত বিলম্ব সইল না! তুমি এখানে ছিলে না—মকদ্দমা করতে বর্দ্ধমান গেছলে, কাজেই তোমার বন্ধুকে ডেকে পাঠিয়ে সম্প্রদান-ফম্প্রদান-গুলো তাড়াতাড়ি সেরে

নিচ্ছেন। পিসিমাও এসে পৌঁছেচেন, কাজেই কিছু বাধেনি। আজ আবার পাঁজিতেও না কি একটা সুতহিবুক যোগ আছে বলে লিখছে!

অনিল। এ সব কি বলছ তুমি?

প্রকাশ। একেবারে যথাযথ ঘটনার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম। অনিল চন্দ্র, বলিহারি তোমার শিক্ষা! তার ফল আজ পাকা হয়ে ফলেছে হে! স্ত্রীদের স্বাধীন কর, মজলিসে নে যাও,—বাপ্‌রে, ওদের কি কড়াক্কড়িতে রাখতে আছে? কোমল জাত—অন্দরের অন্ধকারে ভেপসে মারা যাবে যে! আলোয় নে যাবে না—? লেখাপড়া শিখিয়ে মেম বানিয়ে তুলবে না? এখন ভোগো তার ফল।

অনিল। ভাল আপদেই পড়লুম—আরে, খুলেই বল না!

প্রকাশ। অতিরিক্ত স্বাধীন হওয়া পেয়েছেন কি না, কাজেই বাক্‌দত্তা স্বামীটিকে ত্যাগ করে প্রণয়ীর ভুজ-বন্ধনে বাঁধা পড়তে চান! আর ঘরের বদ্ধ বায়ুতে যাঁরা ভেপ্‌সে মারা যান, তাঁরা এই সব হতভাগা প্রণয়ীগুলোকে তাড়িয়ে বাক্‌দত্ত স্বামীর পায়েই দাসী হয়ে লুটোতে চায়—এই আর কি!

অনিল। যাও, যাও, নিজের কাজে যাও—শুনতে চাইনে আমি। (প্রস্থানোদ্যত)

প্রকাশ। (ধরিয়া ফিরাইল) চটেই চললে যে! আহা, শোন, শোন। মাধুরী তোমার বন্ধু যতীশকে মনে মনে ভালবেসেছেন—কাজেই তুমি বরখাস্ত হচ্ছ। লজ্জায় তোমার

সে কথা তিনি খুলে বলতে পারেন নি। আজ তুমি বর্দ্ধমানে আছ—জানতে পারবে না, তাই আজ যতীশবাবু টোপর মাথায় এসে মাধুরীকে বিয়ে করতে বসেছেন। গোধূলি লগ্নেই বিয়ে! যতীশবাবু সেজেগুজে এসেছেন, দেখেও এসেছি। আমি যাচ্ছি নিউ মার্কেটে ফুল কিনতে—স্নেহ পীড়াপীড়ি করলে—

অনিল। এঁ্যা—না, না—এ যে অসম্ভব! যতীশ! আমার বন্ধু! মাধুরীকে আজীবন আমি শিক্ষা দিয়ে আসছি—!

প্রকাশ। ভাই, সে শিক্ষার ফল হাতে হাতে পেলে তাই! এতে আর দুঃখ কি? মেয়েদের হাওয়া খাওয়ালে চলে কি—ধাতে সইবে কেন? আজ পাঁচশ বছর দেওয়ালের আড়ালে বদ্ধ বায়ু আর অন্ধকার যাদের অভ্যাস হয়ে গেছে, তাদের যদি ফস করে আলোয় আন, তাহলে চোখ খারাপ হয়ে যাবে যে! হাওয়ায় সর্দ্দির ব্যামো দাঁড়াতে পারে যে!

অনিল। প্রকাশ, এই নিয়ে তুমি ঠাট্টা করছ—?

প্রকাশ। ঠাট্টা নয়, অনিল,—যথার্থই তোমার এ নৈরাশ্যে আমার দুঃখ হচ্ছে। তবু আমি তোমার বন্ধু—একটা সান্ত্বনা এই যে, তোমার সৌভাগ্য, মাধুরীর সঙ্গে তোমার বিবাহ হল না! নইলে বাইরে তোমার স্ত্রী হয়ে অন্তরে সে আর একজনকে ভাল বাসবে, এটা কি ভাল হত?

অনিল। আগুন জেলে দাও, ভালবাসায়! মাধুরীর মনে এই ছিল!

প্রকাশ। তুমি বরং আমার বাড়ীতে এস—একটু বসবে।

আমি ধাঁ করে ফুলগুলো এনে ওদের ধাড়ী পৌঁছে দিয়েই ফিরে আসব'খন !

অনিল। যাও তুমি। আম কিছু শুনতে চাই না—

(প্রস্থান)

প্রকাশ। স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা—এ সবের উপর এইজন্যেই ত আমি হাড়ে চটা। এ দেশের ধাতে ও সব সইবে কেন ?

(প্রস্থান)

মালতীর প্রবেশ

মালতী। যাই, চট করে ছিরিটা নিয়ে যাই। আঃ, আমার লীলমণি আজ যা সেজে-গুজে এসেছে ! বলে, দাদাবাবুর বিয়ে, মুই মিত্‌বর ! এই যে, পেছু পেছু এসেছে। নাঃ, মিন্সে জ্বালালে দেখছি।

নীলমণির প্রবেশ

এসেছিস্ ? নাঃ, আমি মরবো এবার। এখনো বিয়ে হয়নি, এর মধ্যেই এত ! এর পর যে ভূতের মত আমার ঘাড়ে দিন-রাত চেপে বসে থাকবি, দেখছি।

নীলমণি। মুই তোমায় ছেড়ে থাকতে পারব না— মলাতী।

মালতী। আহা, যেন যশোদার ননীচোরা নীলমণি রে ! তা আমি ত যশোদা নই যে, নীলমণি আমার আঁচল ধরে বেড়াবে।

নীলমণি। কাল্ কখন মোদের বিয়্যা হবে, মলাতী?

মালতী। যখন তোমার গলায় মালা দেব, বুঝলে। ভাবনা গেছে ত এখন? যাও তবে—

নীলমণি। তুমি কোথায় যাচ্ছ মলাতী? মুইও যাই না।

মালতী। অমনি তুমি যাবে! বেশ, তুমিই যাও, আমি তবে ফিরি—

নীলমণি। রাগ করো না মলাতী—মোর কান্না পায়—

মালতী। একটু কাঁদো। দুঃখু থাকে কেন? অমন কর যদি ত কথ্খনো বিয়ে করব না—

নীলমণি। না মলাতী, রাগ করো না—মুই এই ফির্যা যাচ্ছি—

মালতী। যাও ফিরে—

নীলমণি। এই যে যাই (ব্যাকুলভাবে দৃষ্টি—এক পা অগ্রসব হয় ও ফিরিয়া চায়)

মালতী। আবার ফিরে ফিরে চাইছ কি? যাও—

নীলমণি। এই যে যাই। (ফিরিয়া) মলাতী—

মালতী। কেন? কেন? কেন?

নীলমণি। তুমি এখনই আসবে?

মালতী। না, আমি আর আসবো না—

নীলমণি। রাগ কর কেন, মলাতী?

মালতী। সং। হাসিও পায়। (দাড়ি ধরিয়া) যাও যাদু, বাড়ী যাও—তোমার জন্যে কত সন্দেশ কিনে আনবো, খেলনা

কিনে আনবো! লক্ষ্মী যাদু আমার, যাও, ঘরে যাও,—নীলমণিটি, সোনামণিটি আমার!

নীলমণি। হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ (হাস্য) মলাতী—মলাতী—

মালতী। দেখ, সাধে সং বলি? বিয়ে হতে চলেছে—এখনো আমায় ঠিক নামে ডাকতে শিখলে না! ওগো, আমি মলাতী নই। আমার নাম, মালতী—

নীলমণি। এঁ্যা, বলিস কি—মালতী! এতদিন ভুল নাম ধরে ডেকে আসছি—তা হলে? হায়, হায়, হায়—তা—মালতী আমার, মালতী আমার—

মালতী। আহা, নীলমণি আমার, নীলমণি আমার—

গীত

আঁটুল বাটুল শামলা সাঁটুল শামলা নেইক ঘরে—
শামলাদের নীলমণিটি পথে কেঁদে মরে।
কি হয়েছে নীলমণিরে, কি হয়েছে তোর—?
চোখ মুছে ফেল্ মাণিক আমার—দুঃখু কিসের ঘোর?
ছোলা ভাজা দোব খেতে—চক্ষু মোছ ওরে।
শান্ত হরে সোনা আমার—ওরে আমার মাণিক,
রূপকথা যে বলবো ফিরে, একলা থাকো খানিক—
কেঁদোনাকো, কাঁদলে এবার আছাড় দোব ধরে।

নীলমণি। ফিরতে দেরী করো না, মলাতী—

মালতী। ওগো, না গো, না।

নীলমণি। না হলে মন কেমন করবে মোর।

মালতী। না, মনকে একটু বেঁধে রাখগে—

(উভয়ের বিভিন্ন দিকে প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য

মাধুরীর বাটী ; সজ্জিত বিবাহ-মণ্ডপ।
দুইপার্শ্বে আসনে-একধারে অনিল ও মাধুরী ; অপরধারে
যতীশ ও স্নেহ উপবিষ্ট। অনিল ও যতীশের বরবেশ,
মাধুরী ও স্নেহর বধূ-বেশ, চারিজনের
গলেই পুষ্পমাল্য। সম্মুখস্থ আসনে
পিসিমা। ভট্টাচার্য্য ; ও
সজ্জিত-বেশা মহিলাগণ।

পুরোহিত। (উঠিয়া) নাও, বর-কনে এখন বাসরে নে যাও—আগে অনিলবাবুদের রেখে আসুন, তার পর এঁদের নিয়ে যাবেন।

মালতীর প্রবেশ

মালতী। পিসিমা, তুমি একটু জল খাবে, এস। সারাদিন উপোস গেছে—এই গুমট—তেষ্টা পেয়েছে কত! ভটচায্যি মশাইও আসুন।

পিসিমা। আজ কি আমার কিদে আছে রে মালতী! আহা, বেঁচে থাকো সব, সুখে ঘর-ঘরকন্না কর, সোনার চাঁদ ছেলে-পুলে হোক্! আমার জ্ঞানের নাম বজায় থাকুক! আহা, আমার জ্ঞানের কত সাধের, কত আদরের মেয়ে! বেঁচে থাকো মা,—পাকা মাথায় সিঁদুর পর—হাতের নো অক্ষয় হোক্!

চারিজনে পিসিমাকে প্রণাম করিল)

(ওরে, শাঁখটা বাজা না কেউ। (শঙ্খ ও হুলুধ্বনি)

পুরোহিত। তা হলে পিসিমা, আপনি একটু জলটল খান গে—

পিসিমা। এই যে, এরা বাসরে যাক। আমার সোনার চাঁদেরা আগে ঠাণ্ডা হোক!

১ মহিলা। ওদের জন্তে ভাবতে হবে না, পিসিমা—ওদের এমনিতেই প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে আজ—

২ মহিলা। না হলে বর্দ্ধমান থেকে দৌড়ে এসেই কেউ ছানলা তলায় দাঁড়াতে পারে?

৩ মহিলা। তা ছাড়া কাণমলা খেয়ে পেট ভরে গেছে।

অনিল। কাণমলা খেয়ে কি আমাদের আর পেট ভরে পিসিমা? ও'ত চায়ের মত নিত্য-নৈমিত্তিক হয়ে পড়েছে!

যতীশ। এমন মিষ্টি হাতের কাণমলা খাওয়া ত ভাগ্যের কথা, পিসিমা! কাণটার যে এমন সৌভাগ্য হতে পারে, তা কি কখনো কল্পনা করেছিলুম!

পিসিমা। পাগল ছেলে সব!

১ মহিলা। দে'ত ভাই কাণটা আবার মলে—ওঁর আশ মেটেনি এখনো—

মহিলাগণ। (তথাকরণ)

যতীশ। আহা, কাণটা'র উপর যেন এক পশলা পুষ্পবৃষ্টি হয়ে গেল!

মালতী। তুমি এস, পিসিমা—একটু মিছরির পানা অন্ততঃ মুখে দেবে এস—

পুরোহিত। হাঁ, চলুন—এঁরা আমোদ-আহ্লাদ করুন।

(পিসিমা, মালতী ও পুরোহিতের প্রস্থান)

মাধুরী। আমার কষ্ট হচ্ছে, প্রকাশবাবুর জন্ত—

যতীশ। আহা, বেচারা প্রকাশবাবু—

অনিল। মায়াবিনী স্নেহ!

স্নেহ। আবার আমায় কেন!

অনিল। বেচারা fool ফুলের বোঝা বয়ে আনছে—

১ মহিলা। অথচ জানে না, কি ঢেঁকিই তার বুকে পড়ল!

২ মহিলা। আর বকাবকি কেন? অনিল মাধুরীকে বাসরে চালান দি, এস না—

অনিল। আমি প্রকাশের জন্ত অপেক্ষা কচ্ছি।

৪ মহিলা। একবার বাসরে বসে তারপর ফিরে এলেই ভাল হয়, না?

মালতীর পুনঃপ্রবেশ

সঙ্গে একজন ভৃত্য ফুলের ঝুড়ি লইয়া আসিল।

মালতী। প্রকাশবাবু ফুল পাঠিয়ে দেছেন—তিনি বাড়ীতে কাপড় ছেড়ে সেজেগুজে আসছেন। একে দিয়ে পাঠিয়ে দেছেন, পাছে দেরী হয়!

২ মহিলা। ও বাবা, এ যে ফুলের পাহাড় একেবারে!

মাধুরী। বেচারা হনুমান গন্ধমাদন বয়ে আনলে আর কি!

অনিল। হনুমান বলাটা ঠিক নয়, মাধুরী—হনুমানের বিশেষত্বটুকু থেকে বেচারা একান্তই বঞ্চিত।

১ মহিলা। সেটা ভিতরে ভিতরে পাকিয়ে আছে—

যতীশ। নাঃ, এ রীতিমত মানহানি!

মালতী। নে, ফুলের ঝুড়ি এখানে রেখে তুই যা—

(ভৃত্যের প্রস্থান)

৩ মহিলা। এস ভাই, এদের এবার সাজানো যাক্—

১ মহিলা। ঠিক বলেছিস্, ভাই রেণু—

মহিলাগণ। (ফুল দিয়া সাজাইতে সাজাইতে)

গীত

সজনি, সাজাব ফুলে।

জুঁইয়েরি মালা গেঁথে পরাব চুলে।

মালতী দেব ছুটি, কাণে দুবে দুল,
বেলার কুঁড়ি নোলোক বলে হবে ভুল,—
চামেলির মালা বাঁধি বাহু-মূলে।
গোলাপ-কলি দিব অলকে গাঁথি,
চরণে কমল-মালা, নখরে জাতী,
তারা-হার গেঁথে দিব ঝরা বকুলে।

মালতী। ওগো দিদিমণিরা, বৌঠাকরুণরা, বরকনেদের বাসরে নিয়ে চল না গো—

১ মহিলা। ঐ যে প্রকাশবাবু আসছেন না?

অনিল। হ্যাঁ, মাধুরী, আমরা আড়ালে যাই চল। স্নেহ, বেশ করে ঘোমটা টেনে দাও, ঘোমটা টেনে দাও—

(অনিল ও মাধুরীর অন্তরালে গমন)

প্রকাশের প্রবেশ

(মহিলাগণের সঘন হুলুধ্বনি)

প্রকাশ। বিয়ে হয়ে গেছে?

১ মহিলা। হ্যাঁ—নির্ব্বিঘ্নে সব চুকে গেছে।

প্রকাশ। স্নেহ কোথায়? ফুল কেমন হয়েছে?

২ মহিলা। চমৎকার!

প্রকাশ। যতীশবাবু, আমায় ধন্যবাদ দিন। আমি সাহায্য না করলে আর এ বিয়ে হতো না, মশায়—

যতীশ। আপনার ঋণ জন্মে কখনও শোধ দিতে পারব না।

৩ মহিলা। আর জন্মে প্রকাশবাবু নিশ্চয় যতীশবাবুর কেউ ছিলেন—

৪ মহিলা। হ্যাঁ, সতীন।

প্রকাশ। অনিলের সঙ্গে পথে দেখা হল আমার। সব বললুম—বেচারার মনে বেশ চোট্ লেগেছে—সামলাতে পারলে না—

অনিলের প্রবেশ

অনিল। তাই তারই বেগে একদম এখানে ছুটে এসেছি।

প্রকাশ। এ কি, অনিল! তোমার পরণে—

অনিল। বর-বেশ দেখে অবাক হচ্ছ! কিন্তু তোমার মুখে যে খপর পেলুম, তাতে আর এক মুহূর্ত্ত দেরী না করে চট করে এই বেশ ধরে ছুটে এসেছি। Sunset law ভারী strict দাদা, এসে খুব সময়ে খাজনা দিয়ে ফেলেছি—আমার তালুক লাটে চড়ায় কে?

প্রকাশ। সে কি! মাধুরী—

মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। ডাকছেন আমাকে?

প্রকাশ। এ কি, ভেল্কি দেখছি না কি আমি? এ তবে—

মাধুরী। যতীশবাবুর নবোঢ়া স্ত্রী—আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী স্নেহলতা দাসী। কনে সেজে কেমন মানিয়েছে, দেখুন। (স্নেহর ঘোমটা খুলিয়া মুখ দেখাইল)

প্রকাশ। এ কি—এ সবের মানে কি ?

অনিল। যতীশবাবু সেজে গুজে এসেছেন—তার পর আমিও ঠিক সময়ে বর সেজে হাজির—আমার দাবী আমি ছাড়ব কেন ভাই ? আমি first mortgagee, first charge আমার। সম্পত্তি দখল করলুম। যতীশবাবু ভদ্রলোক—ওঁকেই বা শুধু হাতে ফেরাই কি বলে ? কাজেই স্নেহময়ী স্নেহলতাটিকে ওঁর হাতে তুলে দিলুম! দেখ দেখি, কেমন মানিয়েছে।

১ মহিলা। সাক্ষাৎ হরগৌরী—

২ মহিলা। সাক্ষাৎ বলে সাক্ষাৎ! একেবারে দু জোড়া হরগৌরী—

৩ মহিলা। না হলে ঘরের শোভা হবে কেন ?

প্রকাশ। বুঝেছি, এ সব ফন্দি! আমাকে গাধা পেয়েছ, না ? বেশ, আমি ছাড়ছি না। এ বিয়ে ত null and void. আমি এখনি আদালতে গিয়ে injunctionএর order নিয়ে আসব।

যতীশ। আদালত ত আজ এখন রাত্রে বন্ধ হয়ে গেছে, মশায়। তবে কাল, হ্যাঁ, দেখতে পারেন। বেশ, মশায়, caseটা আমায় দেবেন। এসে অবধি এখনও একটাও case পাইনি। আর পাবই বা কোত্থেকে ? এধারেই ত ঘুরছি—এটর্ণিপাড়ায় গেলুম কবে! আমি এক G. M. এ আপনার application করতে রাজী আছি।

প্রকাশ। আবার ঠাট্টা!

অনিল। ঠাট্টা বলে ঠাট্টা! একেবারে ফৌজদারী ঠাট্টা! culpable homicide amounting to murder!

প্রকাশ। আচ্ছা, বিয়ে cancelled না হয়, trustএর ব্যবস্থামত বিষয়ের দফা দেখছি—

অনিল। সেও যে ভাই case-dismiss-এর ব্যবস্থা নিজের হাতে করে রেখেছ। শুনলুম তুমি নিজের হাতে স্নেহকে ফারখত লিখে যতীশবাবুর হাতে তুলে দিয়েছ—

প্রকাশ। ওঃ, এখন আমার চোখ খুলেছে। আমাকে দিয়েই সব সুবিধে করে নিয়েছ! আমি বাঁদর, তাই স্ত্রীলোকের কথায় ভুলেছিলুম—কিছু বুঝিনি! আমার বেকুবি, তাই স্নেহকে বিয়ে করতে চেয়েছিলুম, মেয়েমানুষকে বিশ্বাস করে-ছিলুম! যাক্, আমার পিতৃপুরুষের পুণ্যি যে এ বিয়ে হয়নি। নাঃ, সাধে মেয়েমানুষের সম্বন্ধে ঋষিরা কঠোর ব্যবস্থা করেছিলেন—

অনিল। মনের দুঃখে আর ঋষিদের সগোত্র বাপান্ত কর—কেন?

প্রকাশ। উঃ, খুব বেঁচে গেছি—এ জীবনে কখনো বিয়ে কচ্ছি না, আমি। মেয়েমানুষের অসাধ্য কিছু নেই, দেখছি। এই মেয়েমানুষকে লোকে বিয়ে করে, সুখে থাকবার জন্য! বেকুবী! যাক্, যা হয়েছে, বেশ হয়েছে। অনিলবাবু, তোমাদের আমোদ-প্রমোদ সাঙ্গ হলে সুবিধামত আমার সঙ্গে দেখা করো—আমি আর trustee থাকতে পারব না—

অনিল। তা এ ঘটনার পর ও কষ্টটুকু তোমায় আর কোন্ মুখে সইতে বলি, বল ভাই ?

প্রকাশ। বেশ, তোমরা রঙ্গরস কর—আমি চল্লুম।

অনিল। সে কি ! অমনি না খেয়ে, একটু মিষ্টিমুখ না করে কি বিয়ে-বাড়ী থেকে যেতে আছে ?

প্রকাশ। এ সব ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না, অনিল—

যতীশ। প্রকাশবাবু, নেহাৎ যাবেন ?

প্রকাশ। যতীশবাবু, আমার সঙ্গে আপনার তেমন আলাপ নেই, তবু বলি, কাজটা কি ভাল হল ?

যতীশ। আমায় দোষ দিচ্ছেন, কেন ! আমি যদি আপনার চিঠি না দেখতুম, তাহলে কি আজ এখানে আসতুম ?

প্রকাশ। যান্, যান্, চালাকি করতে হবে না, মশায়।

অনিল। যতীশ, কিছুতেই ছেড়ো না ওঁকে। মিষ্টিমুখ করাতেই হচ্ছে—জুটো সন্দেশও নিদেন—

১ মহিলা। সত্যিই ত প্রকাশবাবু, আপনি হচ্ছেন মাধুরী-দেহর ভায়ের মত—এ সময় রাগারাগি করে চলে যাওয়াটা কি ভাল ? নেহাৎ মিষ্টিমুখ না করেন যদি ত আমাদের একটা কথাই না হয় শুনে যান !

প্রকাশ। কি কথা ?

মহিলাগণ। কথাটা হচ্ছে এই—

গীত

একটু আলো, একটু বাতাস, প্রয়োজন আমাদেরো!
না হলে বাঁচবো কেন? প্রাণ ত মেয়েদেরো!
আমাদের চন্দ্রবদন দেখে কেউ ফেলে যদি,
ভাবের ঢেউ উথলে প্রাণে যদি কার বয় গো নদী,—
সেটা কি মোদেরই দোষ? তাদেরই বেধে মেরো।
এ যে গো রঙ্গ-হাসি, এ যে গো সজ্জা মোহন,
বোঝ না কেন, এ সব?—না হলে উড়বে যে ধন!
আমাদের অস্ত্র কি আর? সাধে কি পেছু ফেরো?
নারীকে বেঁধে বশে কখনো আনা না যায়,
বাঁধনে আপনি বাঁধে, তবে ত লোটে সে পায়,—
(নৈলে) আঁটুনি কসবে যত, তত হায়, ফস্কা গেরো!

যবনিকা